(১)

কল্পনা।

১

প্রিয়ে তোমার হৃদয়-পটে আছে আঁকা
ত্রিজগতের ছবি,
হের ওই দীন নেত্রে চায় মুখ পানে
তোমারই কবি ॥

২

কাব্যকুঞ্জ-বাসিনি ওয়ি কবি সোহাগিন
খুলিয়া হৃদয়,
দেখাও সকলি ওগো যা আছে তোমার
লুকান সেথায় ॥

৩

তোমারি চরণে বসি তোমারই কবি
গেয়ে থাক গান,
গাঁথুক নূতন হার, অজ ত্যজ রাণী
মান অভিমান ॥

৪

হেরিয়াছ ত্রিভুবন, রেখেছ আঁকিয়া
হৃদয় মন্দিরে,
খোলোগো হৃদয়-দ্বার, বসে আছে কবি
হের গো দুয়ারে ॥

৫

গিয়াছ তটিনী-কূলে শুনিবারে গান
বসেছ বকুল মূলে,
হেরেছ লহর-লীলা, শুনিয়াছ গান
তুমি গো আপনা ভুলে ॥

৬

শুয়েছ তৃণের পরে নির্ঝরের ধারে,
শুয়েছ কুরঙ্গ-দলে
কভু বিহগ কুলায়, কভু কিশলয়ে
কভুবা কুসুমদলে ॥

খেলিয়াছ কত খেলা ব্যোমেরি আকাশে
গ্রহগণ চন্দ্রমা সনে ;
আসিয়া সমুখ মাঝা, মন্দাকিনি কূলে
বসেছ আপন মনে ॥

৮

ভ্রমিয়াছ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু মাঝে,—
অনন্ত দৃশ্যের রাশি
রেখেছ আঁকিয়া পটে ; দেখাও সকলি
ওগো কবির প্রেয়সি ॥

৯

তোমারি চরণে বসি তোমারই কবি
গাহিবেক নবগান,
সেই নব নব গানে কাব্য কুঞ্জ মাঝে
জাগিবে নূতন প্রাণ ॥

১০

যদি নাহি হয় সাধ দেখাতে আমায়
নাহি খেদ কিছু তায়,
মাত্র এই অনুরোধ নিকটে তোমার—
ভুলনা সে দিনে হায় ॥

১১

যেই দিন কবি তব চিরদিন তরে
মুদিবেক আঁখি তার,
একবার দেখাইও সে চির বাঞ্ছিত
ওগো চরণ তাঁহার ॥

(২)

সাধ।

১

সাধ হয় মনে কুসুম চয়নে
উপহার তাঁরে দিতে হে,
কাঁটাগুলি সব বাছিয়া যতনে
গাঁথি তাই ফুলমালা হে।

২

আশা পথ চাহি দিন বহে যায়
মন-সাধ মনে রহে হে,
প্রভাত কুসুম সাঁঝেতে শুকায়
ফুল তোলা নাহি হয় হে।

৩

সাধ হয় মনে তুলি শেফালিকা
কত যুথী জাতি হে,
কত শুভ্র কুন্দ করবী মল্লিকা
কত ফুটন্ত গোলাপ হে।

৩

প্রতিক্ষণে তোমাসনে আমার বন্ধন,
তবু গো বুঝিতে নারি,
কি সমস্যা আছে ঘেরি,
কেবা তুমি আছ সাথে আমার জীবন ।

৪

জানি শুধু এই মাত্র তোমার বন্ধন ;
শুধু ক্ষণেকের তরে,
আসিয়া ঘিরেছে মোরে,
আঁখির পলকে উহা হইবে খণ্ডন ।

৫

তুমি আমি এক সাথে রহি বহুদিন,
কত মায়া জাগে মনে,
বাসনার জালা সনে
মনে হয় তুমি যবে ছিঁড়িবে বন্ধন ।

৬

তুমি যবে যাবে দূরে করি পলায়ন ;—
জানিতে দিওনা মোরে,
যেও তুমি ত্বরা করে,
চেওনা বিদায় কিছু আমার জীবন

৭

এস তুমি এস পুনঃ আমার জীবন ;—
পুনঃ কোন উচ্চদেশে,
উচ্চ ভাবে এসো পাশে,
মহান ভাবেতে মোকে কর আলিঙ্গন।

সন্ধ্যা।

১

সন্ধ্যা আসে ঘিরে
বাহ তরি—নীরে.
অনন্ত বারিধি ধায়—অনন্তে মিশিতে হায়.
সাবধানে বাহ তরি, সাগরেতে ধীরি ধীরি.
নানা ঢেউ মাথা তুলে—আসে দেখ হেলে দুলে.
কতো তরি ঢে'য়ে পড়ে—ডুবে যায় ভেঙ্গে চুরে
কখন ঝটিকা বয়—কত তরি ডুবে তায়,
সদা তরি টলমল্—কখন ডুবায় বল্ ;
ঐ ঐ দেখ মাথা তুলে, কালো মেঘ নভ-ভালে
উঠিতেছে ধীরে ধীরে, বাহ তরি সেই ধারে—
যে তটে যাবার তরে—বাহ তরি কাল নীরে ;
[illegible] যেন ভুল নাকো, সদা সাবধানে থেকো,
বিপথে যেয়োনা ভুলে—ঢেউ মুখে ভেসে জলে
পাবেনা পাবেনা বেলা, সার হবে অশ্রুমালা—
ডুবে যাবে তরি তোর, সন্ধ্যা হয়ে যাবে ভোর ;
বাহ তরি নীরে
তট-পানে ধীরে,
সন্ধ্যা আসে ঘিরে
বাহ তরি নীরে।

—

উদ্যানে।

১

শান্তি দেবি! এ সুন্দর উদ্যান-মাঝে
তোমার সুন্দর মধুর মূরতি-রাজে,
পবিত্রতা স্নেহময়ি ভগিনী তোমার—
হাসিতে ছুটায় তার লহরী অপার।

২

হেথা মলয়ের শ্বাস বহিয়া মৃদুল—
সোহাগে দোলায় তব চাঁচর-কুন্তল,
হেথা ফুলের সুরভি সমীরে মিশিয়া
পড়িছে সুধীরে তব সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়া।

৩

চারি ধারে তরু কোলে আতপ শুইয়া
তুষিছে অতিথি-হৃদি তোমারি হইয়া;
শাখায় শাখায় পাখী মধুরে গাহিয়া
আমোদে তোমার কোলে পড়িছে লুটিয়া।

৪

বিটপিতে ফোটে ফুল লতায়—লতায়—
গাঁথিয়া শান্তির মালা পরাতে তোমায়—
কচি কচি শ্যাম তৃণ ধরণী উপরে
তোমারি—শয়ন রচে যতনে সুধীরে।

৫

শ্রান্ত হয়ে এত দিন খুঁজেছি তোমায়—
সংসারের কোলাহলে হেথায়—হোথায়,—
নিরাশায় খুঁজিয়াছি সবার দুয়ারে,
শেষে উপনীত হেথা অদৃষ্টের ফেরে।

৬

এতদিনে পাইয়াছি তোমার পরশ
হৃদয়ে উঠেছে জাগি অপার হরষ,—
বুঝেছি সংসার কভু নহে গো আশ্রয়,
পবিত্র শান্তির কভু সে নহে নিলয়॥

—

বীর।

১

ওহে বীর কত দেশ করিয়াছ জয়—
একবার দাও দেখি মোরে পরিচয়;
কোথা রবে বীরত্বের গর্ব্ব-সমুদয়
সেই দিন—যেই দিন আসিবে সময়।

২

কত অস্ত্র বাহিরিছে—নূতন বিজ্ঞান;
কত তত্ত্ব নূতনত্ব যুদ্ধ পরীক্ষায়—
এক ডাকে এক হাঁকে সকলি ফুরায়;
কোথায় থাকিবে তব সমরের জ্ঞান।

৩

চাও বীর চাও যদি অনন্ত বিজয়
এক হতে বহু রূপে ঘেরি চারি ধারের—
বিরাজেন যিনি অণু-পরমাণু' পরে
তাঁর সনে যুদ্ধ করি কর পরাজয়।

৪

ওঁঙ্কার-ধনুতে তুমি করিয়া টঙ্কার
একবার যোজ তুমি ভক্তি-শর তায় ;
প্রেম জ্ঞান দুই পুচ্ছ লাগায়ে তাহায়—
বিদ্ধ কর তাঁরি পদে করিয়া ঝঙ্কার ॥

কবি রজনীকান্ত সেন।

১

আজিকে বঙ্গের হৃদয় আঁধার করে,
কে চলেছে লোকান্তরে,
ওগো কাহারই তরে
কাঁদে বঙ্গের প্রাণ আজি আকুল ভরে॥

২

কাঁদায়ে রজনী ধন বঙ্গের সন্তান
কাহারি তরে কাঁদেরে,
রজনী চলেছে ওরে—
নীরবে গাহিয়া গান স্বরগের দ্বারে।

৩

না আসিতে ঊষা হল নিশি আগমন
নীরব ললিত তান,
নীরব হইল গান,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে বাণীর সন্তান॥

৪

রজনী কোথায় তব মধুর ঝঙ্কার,—
কোথা সে ললিত গান,
সে তব কাব্য মহান
কোথা মন-বীণা-ধ্বনি সে গান তোমার!

৫

রজনী এদিন বঙ্গ সাহিত্য সরসে
কল হংসের মতন
করিতে প্রেম গুঞ্জন,
তুমি বাণীর চরণ কমল পরশে!

৬

মহৎ হৃদয় ছিল জানিগো তোমার
মৃত্যুর করাল ছায়া
ঘেরেছিল তব কায়া
তখন থামেনি তব বীণার ঝঙ্কার!

৭

কাঁদো তুমি বঙ্গ দেশ কাঁদ একবার
কাঁদগো জাহ্নবী দেবী,
আজি পুরিয়া অটবী
চলেছে গো দীন কবি আবাসে তাঁহার!

লয়ে তার যশোগান
বহে যাও দিনমান,
শুনাও আকুল বঙ্গ মাতারে তাহার ;
তব মুখে শুনি গান
জুড়াবে ভ্রাতার প্রাণ
সদাই কাঁদিছে ওগো হৃদয় আমার ॥

প্রথম ভাবনা।

১

একটি দুইটী করি হৃদয়-বেলার পাশে
ভাবনার ঢেউগুলি ধীরে ধীরে বয়ে আসে,
তারি আশা তারি ভাষা তারি স্নেহ ভালবাসা
তারি প্রেম তারি স্মৃতি তারি কাছে ফিরে আসা
এত প্রথম ভাবনা, এত প্রথম কামনা—
তারি মুখ তারি প্রেম তারি কথা তারি গান
তারি মাঝে বদ্ধ সদা ক্ষুদ্র মোর প্রাণ,
হৃদয় সাগর মাঝে কত চিন্তা আসে ভেসে
বালুময় হৃদি তীরে সব যায় ধীরে মিশে,—
শুধু তার রূপ শিখা
বালুমাঝে থাকে ঢাকা ॥

ভালবাসা।

১

এস এস ভালবাসা
নরের মত্তত্য আশা
এসহে কল্পনা রাশি হৃদয়ে আমার
এস বস অন্তরালে
পূত ধৌত হৃদি জলে
বাজায়ে রাগিনী তব নিকুঞ্জে আমার—
সুখ ভরি দিব ডালা,
গলেতে যূথিকামালা,
ভুবিন বাজায়ে মোহন চিকন কালা,
বন উপবন শোভা
আছে যত মনোলোভা
সঁপিব তোমার করে করি জপমালা,
রব মোরা দুই জনে
বাঁধা রব প্রাণে প্রাণে

তরঙ্গ হিল্লোল যথা তরঙ্গিনি কোলে,
নাহি রবে জ্বালা পালা
অভাবের ঘোর জ্বালা
অসুখ দহন দূরে কাঁদিবে বিফলে
বসিব দুটিতে মিলি
নিরজন নিরিবিলি,
ঝরনায় করে কেলি পর্ব্বত-শিখরে
চাহি রব শূন্য পানে
মেঘ যথা নিজ মনে
দুলে দুলে পড়ে ঢলে আকাশ গহ্বরে
দেখিব শিখরে বসি
দুই জনে হাসি হাসি,
ছোট ছোট মেঘগণ
নিজ পূর্ণ করে পান
দূর ভূমে কল কল ঝরণা সলিলে ;
ক্বচিৎ পাখীর গান
অলি গুণ গুণ তান
পশিবে মোদের কর্ণে যেন পথ ভু'লে,
তার পর দুই জনে
গাহিব আপন মনে
হাসি হাসি আসি ধীরে মাধবী বিতানে ;
আমি গো যতন করে
রচিব তোমার তরে,
বাছা বাছা বনফুলে কুসুম আস্তর
সমীরে সৌরভ ভরে

ঘুরিবে তোমায় ঘিরে,
তোমার মুরতি হেরি
অলি যাবে নাহি ফিরি,
ফুল মধু পান করি হবে ভরপুর,
তোমারে বারেক হেরি
সহকার বল্লী ঘেরি
চলে চলে তরু শাখা রবে আলিঙ্গিয়া
অস্ফুট গোলপ কলি
সরমেতে ঢুলি ঢুলি
তোমারি নয়ন হেরি উঠিবে ফুটিয়া

২

এত যদি পারে তব তুষিতে হৃদয়
এস এস ভালবাসা,
মম অটুট পিপাসা,
দ্রুত পদে দ্রুত ধায় চঞ্চল সময়
বিলম্ব করিলে পরে
মরণ আসিবে ঘিরে,
প্রাণের বন্ধন দূরে করিবে আশ্রয়
প্রাণ শূন্য ক্ষীণ দেহ হইবে বিলয়।

মিলন।

আজি বিদায় দিবসে
কহি হৃদয় রভসে
মোরা মরণের শেষে
রব এই মত দু'জনা,
এই ধারা পরপারে
অজানিত স্বর্গপুরে
সুখ-ভরা নন্দনের
পেতে মোর নাহি বাসনা ;
আমি মরণের শেষে
ফুল-ভরা তরু-বেশে
জনমিব তব আশে
নিভৃত—কুসুম বিতানে,
তুমি মলয়ের বেশে
প্রবাহিয়া হেসে হেসে
আসি আমার পাৰ্শ্বে
পিয়াইও সুধা চুম্বনে ;

আমি পুন জনমিব
ধরিয়া মূরতি নব
চুমিবারে হৃদি তব
রেণু হ'য়ে কেতকী-মুকুলে,
তুমি তবে অলি হয়ে
গুণ গুণ গেয়ে গেয়ে
প্রেমটুকু বুকে লয়ে
তুলি রেণু নিও বুকে তুলে।
শৈবালী সরসী জলে
বিকচ নলিনী-দলে
মৃণালেতে রব দুলে
তব আশে চাহিয়া চাহিয়া,
তুমি তবে বীচি-ভঙ্গে
মেদুর প্রবাহ সঙ্গে—
পড়িয়া আমার অঙ্গে—
মধু মম নিও গো ধুইয়া।
আমি হরিত শাদ্বলে
জনমিয়া তৃণদলে
তব ধূলি পাব বলে
নীরবে গো রহিব মিশিয়া।
তুমি কুরঙ্গের বেশে
ধূলি-পদে হেসে হেসে
আসি আমার পারশে
মম'পরে রহিবে শুইয়া;

আমি—শাঙন আসিলে
সরসীর স্বচ্ছ জলে
রব সদা হেলে দুলে
শত শুভ্র কুমুদ ভিতরে—
তুমি তবে নভ-ভালে
চন্দ্ররূপে জ্বলে জ্বলে
তোমারি ময়ূখ-মালে
সাজায়ো মোরে সোহাগ-ভরে;
পিতলে নির্ম্মিত তার
সারঙ্গের অঙ্গ-ভার
সঙ্গীতের কারাগার
হব আমি, তুমি গো আমার—
তুমি গায়কের বেশে
হাসিমুখে বিনা ক্লেশে
ধীরে ধীরে সুর বসে
তুলিও গো ললিত ঝঙ্কার;
মোরা মরণের শেষে
অনন্ত মিলন আশে
নানা রূপে নানা বেশে
বক্ষে গো রচিব আশ্রয়—
রব মোরা দুই জনে
বাঁধা রব প্রাণে প্রাণে
সদা অনন্ত বন্ধনে
যথা প্রকৃতি পুরুষ প্রায়।

সাঁঝের তারা।

তুমি এসেছ তুমি এসেছ
সুদূর গগনে মেঘের আসনে
তুমি বসেছ তুমি বসেছ
অয়ি সুদূর সাঁঝের তারাটি ;
তুমি মেলেছ তুমি মেলেছ
দিবা অবসানে চাহি ধরা পানে
ওই তব মঙ্গল আঁখিটি ;
দেখ দিন শেষে আসে শান্তি হেসে
অবসাদ চলে যায় দূরে—
গুঞ্জরিয়া অলি ত্যজি ফুল গুলি
ফিরে যায় সবে গৃহ দ্বারে ;
সারাদিন পরে কৃষকেরা ঘরে
ফিরে চল ধীরে গাহি গান,
তব পানে চেয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে
বিশ্রমে হের ধরার প্রাণ,
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
বসেছ বিজনে যোগী যোগাসনে

গাহে সন্ধ্যা গান ঋত্বিক ভাস্বর ;
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
তব আগমনে উঠিছে স্বঘনে
শঙ্খ রবে হের বিষাণ ওঙ্কার ;
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
পুরনারী মিলে সবে দলে দলে
দীপ জ্বালি করে তোমারি বন্দনা,
তুমি এসেছ তুমি এসেছ
আমি আছি বসে শুধু তব আশে
তোমারই ধ্যানে রহিতে মগনা,
নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিয়া
মনে পড়ে ওগো সেদিন আমার
যেদিন সন্ধ্যায় মিশে যাব হায়
তব সহচর তারকা মাঝার ;
তাই ভাল বাসি বড় ভাল বাসি
মেঘের আসনে সুদূর তারাটি,
নয়ন মেলিলে তোমারে হেরিলে
নাহি পারি আমি মুদিতে আঁখিটি ।

পাখী।

১

বাগানে বসিয়া দেখিতাম প্রতিদিন
আসিয়া পাখীটি
মুদিয়া আঁখিটি
বকুল শাখায় বসি গাহিত গো গান;
ঝরিত বকুল
সরমে আকুল
শুনিয়া শুনিয়া মোহন ললিত তান;
বিহ্বল পরাণে
আকুল নয়নে
আমি শুনিতাম গান বসি সারাদিন;
সুগন্ধে আতুর
পবন মধুর
চমকি থামিয়া যেত শুনিবারে গান
কলতানে মুখরিত হইত বাগান;

২

শুনি গান ভাবিতাম কে তুমি গো পাখি
কোথা হতে এলে,
কোথা যাবে চলে,
কি গান গাহিলে,
কি খেলা খেলিলে,
কাহার খেয়ালে
বসিয়া বিরলে
আকুল বকুল করি মুদিয়া গো আঁখি ;
ভাবিতাম মনে
মানব জীবনে
কি কাজ করিনু
কি খেলা খেলিনু
ভুলিনু করম
মানব ধরম
শুধু মিছে কাজে ঘুরে কাটাই জীবন,
বলিতাম মনে
চেয়ে পাখী পানে,
এস প্রতিদিন
গেয়ো সারাদিন,
গেও তব মধু গান বিহগ নবীন,
শিখাইও গান
মাতাইও প্রাণ
হয়ো মোর দীক্ষা গুরু তুমি গো পাখীটি

তব দীক্ষা বলে
ভাসি ধরাতলে
আজিও গাহিব গান মুদিয়া আঁখিটি
দিও তব প্রাণ
গাব তাঁরি গান
সদাই মাতিয়া রব তাঁহারি চরণে ;
শুনি সেই গান
কুণ্ডলিণী প্রাণ
মুগ্ধ হয়ে নিদ্রা ত্যজি উঠিবে জাগিয়া,
হৃদয় কমল মম উঠিবে ফুটিয়া,
মুক্ত হবে দ্বার
হৃদয় আমার
ছুটিবে হৃদয় মম উন্মুক্ত গগনে ;
মন অবিরত
সদা তবমত
খোলাপেয়ে দ্বার
যাবে অনিবার
উড়ে উড়ে অতি দূরে সুদূর গগনে—
লুটিবে বিমুগ্ধচিত তাঁহারি চরণে ॥

বিদায়।

১

আজি —

মরণের কালে এসেছি বিদায় নিতে

মেঘেতে বিজলি মত

হাস্যভাসে সুশোভিত

ফুটাও আশার আলো অধরের পাতে ॥

২

আজি,—

মরণের কালে এসেছি বিদায় নিতে—

আমার এ হৃদয়ের

চির-অন্ধ নিরাশার,

আঁক ছবি একবার নয়নের পাতে ॥

৩

আজি,—

মরণের কালে এসেছি বিদায় নিতে—

এসেছিনু সেইদিন

আশাজপি অনুদিন

ভাসাইয়া মূর্ত্তি তব হৃদয়ের স্রোতে ॥

৪

এসেছিনু তব পাশে দিতে উপহার
বেছে বেছে কাঁটাফেলে
হৃদয় কুসুম তুলে
গাঁথিয়া যতন করে প্রণয়ের হার।

৫

প্রাণাধিকে! মনে পড়ে যে দিন আবার
সরসী সোপান মূলে
গিয়াছেন পদে দলে
বহু সাধে গাঁথা সেই মালিকা আমার।

৬

প্রাণাধিকে মনে পড়ে যে দিন এক্ষণ,
তব উপেক্ষার বিষে
তোমার সে ঘৃণা শ্বাসে
চূর্ণ হয়েছিল মম সুখের স্বপন।

৭

আজি হের বিশুষ্ক সে হৃদি ফুলহার
পড়েছিল সূতাগাছি
জগতেতে মিছামিছি
অন্তিমে তব মূর্তি হেরিতে আবার।

আমি গো যতন করে
বেছে বেছে স্তরে স্তরে
পল্লব সাজায়ে দিছি ধরণী উপরে,
ঘুমাও ঘুমাও বালা গভীর আঁধারে ;
সেথা কত সাথী তব
কোমল কোরক নব,
ক্ষত হৃদি লয়ে ধীরে গেছে গো মিশিয়া ;
সর্ব্বস্ব সুরভি তার সমীরে সপিয়া ॥

৩

আমি গো তোমার মত
হৃদে লয়ে শত ক্ষত—
হাসি হাসি যাব ত্বরা মরণ দুয়ারে,
আমিও ঘুমাব ধীরে ধরণী উপরে—
বন্ধুত্ব ছুটিয়া গেলে
সবে গেলে আমা ফেলে,
ভালবাসা-মালা হতে
ক্রমে খসিতে খসিতে
সমস্ত রতন যদি যায় গো খসিয়া,
সকলই প্রিয় যদি যায় গো চলিয়া.
সংসার-গহন মাঝে
ক্ষত হৃদে বিনা কাজে,
কে রহিবে চিরদিন নীরব শয়নে—
জ্বলিয়া সংসার মাঝে দুখের জ্বলনে ॥

———

রঙ্গালয়।

১

এই ধরা রঙ্গালয়
মানবের ক্রীড়ালয়,
অভিনেতা অভিনেত্রী নর নারী সবে
প্রমোদে প্রমত্ত হয়ে আপন গৌরবে ;
ধরিয়া বিভিন্ন ছলা
খেলে নিজ নিজ খেলা,
হেথাকার রঙ্গমঞ্চ শোভিত মায়ায় ;
স্বার্থের ভিত্তিতে গড়া ক্রীড়ার আলয় ॥

২

প্রথমেই প্রবেশায়
শিশুরূপে এ ধরায়
হাসে গো কাঁদে গো কত শুইয়া দোলায়,
জননীর স্নেহ-পাশে অজ্ঞানে ঘুমায় ;
তারপর শিশুবেশে
রঙ্গমঞ্চে হেসে হেসে
ছাত্রব্রতে ব্রতী হয়ে পুস্তক লইয়া ;
কিছুকাল করে খেলা সুখেতে মজিয়া ॥

৩

পরে প্রেমিকের বেশে
যৌবনের তৃষাক্লেশে
তৃষিত চাতকমত প্রবেশে ধরায়,
জ্বলন্ত অঙ্গার বুকে বিরহ শয্যায় ;
নিরাশার হাহুতাশ
গলায় প্রেমের ফাঁস
চেয়ে থাকে প্রেয়সীর চারু মুখ পানে,
মিটাইতে চায় আশা অধর চুম্বনে ॥

৪

তারপর অর্থ আশে
হাসিয়া সংসারে পশে,
আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে পেয়ে শত ক্ষত
দিনে দিনে শুষ্ক হয় আশা লতা যত ;
ক্রমে ক্রমে হিংসাদ্বেষ
হৃদয়ে করে প্রবেশ,
অঙ্গীকার হাতে হাতে
ছেয়ে থাকে চারিভিতে,
উন্মত্ত হইয়া ধায় যশলাভ আশে,
তিমির আচ্ছন্ন হয়ে মায়ার আবেশে ॥

৫

তারপর বৃদ্ধবেশে
ম্লানমুখে পক্ককেশে
অনুতাপ দগ্ধ হয়ে পাপের স্মরণে
তারুণ্য গৌরবে যাহা করেছে যৌবনে ;
পুনঃ বালকের বেশে
ম্লান মুখে ম্লান হেসে ,
জীবনের শেষ অঙ্ক বার্দ্ধক্য বেলায়
রঙ্গমঞ্চে সমাধান করে অভিনয় ॥

আশা ও মানব জীবন।

১।

আশা কারে কয় ? সাহারায় মরুভূমে—
ধু ধু ধু বালির মাঝে মরিচীকা প্রায়,
তৃষ্ণার্ত্ত কুরঙ্গমত মানব নিচয়,
যার পিছে ধায় আছন্ন মায়ার ধুমে ॥

* * * * *

২

এইত মানব জীবন ক্ষণেকের খেলা
যেন শুভ্র অভ্রসম বরফের থালা
সাগর উপরে ; রবি তাপশোভে তীরে
পুলকে নাচিয়া মোরা উত্তরিতে যাই,
গলিছে বরফ নীচে সঠিক উপরে,
যাই ডুবে মোরা সব অতলে মিশাই ;
দেখিতে না পায় কেহ দাঁড়াইয়া তীরে
এইরূপে সাঙ্গ হয় লীলা খেলা ধীরে ॥

* * * * *

মানুষ বলিয়া মোরা করি অহঙ্কার—
বৃথায় প্রয়াস করি
সারা ধরা ঘুরে মরি,
সদা করি যাই যাই
কিছুই নাহিকো পাই,

গ্রাসিতে সমগ্র ধরা ব্যস্ত গো সদাই
সমগ্র ধরায় নিজ করিবারে যাই ;
উপযুক্ত নহি মোরা কণামাত্র পেতে
প্রসারিয়া বাহু ঘুরি শুধু চারি ভিতে,
এত কষ্ট প্রয়াসের শেষ পুরস্কার
ক্ষুদ্র সমাধি, জুড়াতে জীবনভার ॥

———

মাধুরী-বিকাশ।

আমি দেখেছিনু . শিশুকালে তার
সরলতা মাথা মুখখানি ;
স্মৃতি পথে তায় আজো ভেসে আসে
মধুমাখা সরল চাহনি,
দেখেছিনু তারে ঊষার মতন
হাসিত সে যে নবীন হাসি,
নবীন বসন্তে নবীন মুকুল
নবীনতা তায় ছিল মিশি ;
দেখেছিনু পরে মধুর যৌবনে
দেখেছিনু নবীন গৌরবে।
ফুটিত-কুসুম হাসিতে তাহার
ঝরিত সুধা নয়নে যবে ;
পূর্ণিমা নিশিথে রজত কিরণ
ধরাবক্ষে যথা রহে ভাসি।
সে রূপলাবণ্য বহিত সদাই
অঙ্গ হতে তার খসি খসি।
বাজিত বাঁশরী স্বরেতে তাহার
যেন সুদূর পাখীর গান।
মুখখানি তার সদ্য ফোটা ফুল
হৃদয়ে তার প্রণয় তান॥

চলে যায় কাল অন্ধমত হায়
জননীরূপে দেখিনু তারে।
হৃদয় তাহার স্নেহের আধার
সমূরতি স্নেহ বিরাজেরে ;
চিন্তা রেখা যত উঠেছে ফুটিয়া
গুরুভার নয়নে তাহার,
বসন্তের শেষে কুসুমের প্রায়
সে সুন্দর মু'খানি তাহার ;
দেখেছিনু তারে আর একবার
শেষ বার—শেষ দিনে তার।
ফুটেছিল মুখে নন্দনের ছবি
স্বরগ সুষমা অঙ্গে তার ;
ওহো শান্তিমাখা মুখখানি তার
কি রূপ ভরা কি কব আর,
বর্ণিতে জগতে নাহি যে ভাষা
অপারক লেখনী আমার।
(সে) রূপ কভু হেরি— নাই দেহে তার
জগত সম্বন্ধ নাহি তায়।
শৈশব যৌবন রূপ সবে ম্লান
সে লাবণ্য না ফোটে ধরায় ॥

যৌবন।

১

মুঞ্জরিত ফুলে গুঞ্জরি ভ্রমর—
সদা মধু করে পান,
হরষ অধীর মদির পরাণে
গায় গুণ গুণ গান;
নিভিলে তপন আঁধারি ভুবন
সন্ধ্যা আসিলে নামিয়া—
সাঙ্গ হয় খেলা মধুপের মেলা
ফিরে যে সবে কাঁদিয়া;
ভাবেনি তাহারা ফিরিব আমরা—
ফুল্ল কুসুম ত্যজিয়া—
ফিরে যায় তারা ভাবি মনে মনে
আসিব প্রাতে ফিরিয়া,
নিশীথের শেষে ফিরে সবে আসে
পরাণে আশা জপিয়া;
আকুল নয়নে দেখে চেয়ে চেয়ে
বোঁটাটি ডালে লাগিয়া,
সমীরে ঝরিয়া ভূমিতে পড়িয়া
মরেছে কুসুম হায়,
নিমিষে ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে
নিমিষে শুকায় হায়;

যৌবন-কুসুমে মানস ভ্রমর
মত্ত হের মধুপানে,
সুখের যৌবন চিরদিন রবে
ভাবে সদা মনে মনে ;
প্রভাতের শেষে দেখে অবশেষে
সন্ধ্যা আসিছে নামিয়া—
সুখের যৌবন শুকায়ে তখন
আঁধারে যায় মিশিয়া,
কুসুম ত্যজিয়া মানস-ভ্রমর
ফিরে আবার কাঁদিয়া ;
হয় ত আবার ফিরে পুনঃ পাবে
তাই আশে রহে বাঁচিয়া ;
দেখে তার পর নয়ন মেলিয়া
জরাটি আছে পড়িয়া—
নিমিষে আসিয়া গিয়াছে খসিয়া
বোঁটাটি আছে লাগিয়া—
তাও কোন দিন হয়ে যাবে লীন
সমীরঘাত লাগিয়া।

———

হাফেজের অনুবাদ।

১

বিকাশে মাধুরী আজিকে প্রভাত তার—
মোদের হেরিয়া সরমে রাঙ্গিয়া
কুসুম গুণ্ঠনে ঢাকি মুখানি তাহার,—
এস সখা এস ত্বরা প্রভাতে প্রফুল্ল যারা
ভোল নাই প্রভাতের শুভ আগমন,
ঢাল সুরা পান-পাত্র করিয়া পূরণ ॥

২

হে (ঐ) ঝরে পড়ে উজ্জ্বল শিশিররাশি
ঝরিয়া কুসুম হতে ধীরে ধীরে কোন মতে—
ছুটে আয় যে আছ রে যথায় পিয়াসি,
মিটাও পিয়াসা ওরে পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে
এসেছে আজিকে শুভ প্রভাত এখন,
ভুলনারে প্রভাতের শুভ আগমন ॥

৩

আসিছে সুরভি কত পবনে ভাসিয়া
আসিছে উদ্যান হতে মৃদু মলয়ের স্রোতে
সুমিষ্ট সুরভি যথা নন্দনে জাগিয়া
এস ত্বরা এস তবে ছুটে এস ছুটে সবে
বহে যাক্ অবিশ্রাম মদিরার স্রোত,
প্রভাত পূজার সনে মিলাইয়া স্রোত ॥

৪

আজি কুসুম শোভিত নিকুঞ্জ মাঝারে
সবুজ মণির প্রায় পাতিয়া রেখেছে হায়
গোলাপ-কুমারি আজি আসন তাহার ;
তপন কিরণ পারা উজলি শোভুক সুরা
রক্তাভ মণির প্রায় উজল বরণ,
এ শুভ মুহূর্ত্তে আজি প্রভাতে এখন ॥

৫

এসহে যুবকবৃন্দ ছুটিয়া এখন—
যেই কার্য্য লয়ে ভার এসেছ ধরণীপ'র
কর সবে নিজ নিজ কার্য্য সমাপন,
খুলে দাও আজি দ্বার বিলম্ব কি হেতু আর—
কি হেতু নিবদ্ধ আজি প্রমোদ ভবন,
খোল দ্বার খোল ত্বরা রক্ষক যে জন ॥

৬

কি হেতু নিবদ্ধ আজি প্রমোদ-ভবন।
অতিথি এসেছে দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিবে কিরে,—
খোল ত্বরা খোল দ্বার রক্ষক যে জন,

প্রভাত এসেছে যবে কি হেতু বিলম্ব তবে,
ভুলে গিয়ে প্রভাতের শুভ আগমন
উচিত নহে কো কভু সময় ক্ষেপণ ॥

৭

এস যুবকের দল ছুটিয়া হেথায়
জ্ঞানের পিয়াসি যারা এস ছুটে এস ত্বরা
শেষ কর পান পাত্র শেষ কর হায়,—
প্রেমের অভাব যার খাও সুরা বার বার
আত্মারে পিয়াও সুরা পূরিয়া হৃদয় ॥

৮

অধর চুম্বন সুধা কর সবে পান—
সুমিষ্ট মদিরা হতে পার যদি কোন মতে
অমরী-চুম্বন-রস—হাফেজ সমান ॥

---

(১৯)

বাদল বরষা।

১

প্রিয়ে,

আমি নিশিদিন হেথা আছি গো বসিয়া,
বাদল বরষা ধরণী সরসা,
ফুটিয়াছে ফুল শোভাতে অতুল,
বিশুষ্ক পরাণ ঝরে দু'নয়ান,
হৃদয়-কুসুম বুঝি যায় গো খসিয়া ॥

২

এত দিন সযতনে রেখেছি ধরিয়া—
নয়নের জল ছিল অবিরল,
তাই এতদিন হয়নি বিলীন
আঁখি মুদে আসে নাহি জলে ভাসে,
ফুরাইল আঁখি বারি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

৩

কি দিয়া রাখিব বল বাঁচায়ে এবার,
ছিল যা সম্বল নয়নের জল
গিয়াছে ফুরায়ে সকলি শুকায়ে,
কাল দ্রুত চলে খসে পলে পলে
জীবন-বিটপী হতে শাখা পাতা আর ॥

৪

কালের তরঙ্গে পড়ি মিশেছি দুজনে
চলিতেছি ভেসে তুমি আমি হেসে,
তরঙ্গ আসিবে কোথা লয়ে যাবে
অধরের হাসি ভালবাসা বাসি,
অধরে মিলাবে আপনি শুকাবে প্রাণে ॥

৫

না জানি কোথায় প্রিয়ে যাব আমি ভেসে,
তুমি স্বর্গপুরে আমি অন্ধকারে—
মাঝে ব্যবধান নাহি ধার টান
মরমের শ্বাস হৃদয় হুতাশ,
আকাশে ভাসিয়া বাতাসে মিলাবে শেষে ॥

৬

কাল বুলাইবে হাত স্মৃতির উপরে,
ঘুমায়ে পড়িবে নাহি মনে রবে
কেহ মোর নামে ছিল ধরাধামে—
সকলি ভুলিবে সকলি ডুবিবে,
জগতের স্মৃতি ডুবে যাবে চির তরে ॥

৭

এস তবে প্রিয়তমে সম্মুখে আমার,—
এস ত্বরা তবে বিলম্ব না সবে,
হৃদয়ে ধরিয়া তোমারে হেরিয়া
ঘুমাইব আমি, পাশে রবে তুমি—
তার পর ভেসে যাব সুদূরে আবার ॥

(২০)

উপেক্ষিত।

১

ভগ্ন মম হৃদি-বীণা ছিন্ন সব তার ;
ললিত রাগিনী গান
মোহন কল্পনা তান
বাজেনা বীণায় আর নীরব ঝঙ্কার ;
সংসারের বেলা-পাশে
পলে পলে খসে খসে
বালুমাঝে আছি পড়ে মরমে মরিয়া—
উপেক্ষার তীব্র বিষে জরিয়া জরিয়া ॥

২

পাপিয়া ডাকিয়া যায়
জগৎ কুসুমে ঘেরা
শ্যামলা প্রকৃতি হাসে আনন্দে উৎসবে—
মুখরিত চারিধার বাঁশরির রবে ;
চারিধারে হাসি রাশি
তবু সদা দুঃখে ভাসি
নিভিয়াছে হাসি রাশি আছে দুখ ঘোর—
ভাঙ্গা বীণা ছেঁড়া তার নয়নের লোর ॥

৩

আমি সংসার-সমরে
পরাজিত বারে বারে ;
এ ভীষণ পরাজয় মাঝে আছি গো পড়িয়া,
তাঁরি আশীর্ব্বাদ আশে চাহিয়া চাহিয়া।
বসন্ত আসিবে বোলে
কোকিল ডাকিয়া চলে
কুয়াসায় ধরে প্রাণ বসন্ত আশায় ;
পিয়াসে চাতক হাঁকে
বারে বারে মেঘে ডাকে
মেঘবারি আসে যথা জীবন্ত ধরায় ॥

সংযোগ ।

১.

নিত্য ফোটে ফুল কত প্রকৃতি উদ্যানে
ঢালিতে সুরভি তার মলয় পবনে,
ব্যাকুল পবন ছোটে মেঘেতে তক্ষণ—
রক্ষিবারে কোন মতে কুসুম জীবন ॥

২ .

পবন মুখেতে শুনি কুসুম-কাহিনী
তটিনী সাগর হতে করিয়া হরণ—
মেঘ করে ধীরে নব সলিল বর্ষণ,
সিক্ত করি তরুলতা কুসুম কামিনী ॥

৩

তটিনী আকুল তরে করেগো রোদন
সাগর তরঙ্গ তুলে করেগো গর্জ্জন,
হয়ে যবে মেঘমালা তাদের রত্তন—
সহায় করিয়া তবে দুরন্ত পবন ॥

৪

তটিনীর ব্যথা হেরি ধরণী তখন—
দেয় ফিরাইয়া নিজ সাথী বরনারে ;
সমস্ত সলিল পুনঃ তটিনীর তরে,
সরস তটিনী হয় পূর্ব্বের মতন ॥

৫

আনন্দে নাচিয়া নদী সাগরেতে ধায়—
সাগরে ফিরায়ে দিতে সলিল তাহার ;
হরষে নাচিয়া উঠে সাগর আবার
হেরি সব হাসি মেঘ আকাশে লুকায় ॥

৬

প্রকৃতির শ্যাম বক্ষে এ সাম্য সুন্দর
পরস্পর চায় সবে পরস্পর পানে,
মানব হৃদয়ে শুধু অশান্তি বিঘোর
পরস্পরে দ্বেষ করে বৃথা অকারণে ॥

(২২)

নদী।

১

পাষাণের দেহ ভেদি
ধরণীর গাত্র ছেদি
চলিয়াছ প্রবাহিণী সাগরে মিশিতে
দোলাইয়া দেহ লতা তড়িৎ গতিতে ;
শোভে তব দুই ধারে
শ্যাম ক্ষেত্র তীরে তীরে
পল্লবিত তরুরাজি রহে থরে থরে
কুসুমিতা বন-লতা তরুশাখা ঘেরে॥

২

খেলিছে বালকগণ
কতই উল্লাস মন
হেথা হোথা সুশোভিত উদ্যান মাঝারে,
কৃষিদল দেয় চাষ ক্ষেত্রের উপরে ;
তুমিও গো প্রবাহিণী
কিছুই না মনে গণি
নাচিতেছ হাসি হাসি সাগরে মিশিতে,
দোলাইয়া দেহ লতা তড়িৎ-গতিতে॥

৩

মানবের হৃদি ভেদি
সংসারের গেহ ছেদি
নামিছে জীবন নদী মরণে মিশিতে,
দোলাইয়া দেহ লতা তড়িৎ-গতিতে—
শোভে তার ক্রোড়ে ক্রোড়ে
স্বতই সংসার ঘিরে
পিতামাতা ভাই বোন তাহার ভিতরে,
নারী লতা নর শাখা রহে ঘেরে ঘেরে ॥

৪

খেলিছে মানবগণ
কতই উল্লাস মন
সুখ পূর্ণ ভাবি মনে সংসার মাঝারে,
নব আশা রোপি তারা হৃদয় উপরে;
তুমিও গো প্রবাহিণী
কিছুই না মনে গণি
চলিয়াছে হাসি হাসি মরণে মিশিতে—
দোলাইয়া দেহ-লতা তড়িৎ-গতিতে ॥

---

(২৩)

ত্রিবেণী।

১

এই ত ত্রিবেণী চির পুণ্যের আলয়—
জাহ্নবী যমুনা হেলে
মিশিয়াছে দুলে দুলে
হাসি মুখে সরস্বতী তাহাতে লুটায় ;
এই পূত পুণ্য-জলে
স্নান করে দলে দলে
দূর দূর হতে আসি নরনারীগণ,
পুণ্য আশে আসে হেথা কত মহাজন ॥

২

পর্ব্বত কন্যারা শুয়ে হাসিছে হেথায়
মানবের ভ্রান্তি হেরে
কল ভাষে ধীরে ধীরে
চেনে না মানব সবে পুণ্যের আলয়—
কি ত্রিবেণী মধ্যে রয়
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়
ডুবিলে ডুবিতে পারে কি তিন ধরায়
জানিয়া জানেনা নর ভ্রান্তি সমুচয় ॥

৩

মিশিয়াছে প্রেমে জ্ঞানে
দুই জনে ভক্তি সনে
এই তিন ধারা মাঝে যদি ডুব দেয়
জগতে হইবে ত্বরা পাপের প্রলয় ॥

প্রেম-বিকাশ।

(১)

চাহ চাহ মোর মুখপানে,
রাখ ওগো নয়নে নয়নে—
ওই তব আঁখির কিরণ,
করে মোর হৃদয় মন্থন,
উদ্ভাসিত করে গো হৃদয়,
আঁখি তার প্রেমের আলয়।
অন্য কিছু নহে গো সুন্দরী,
ওই তব আঁখির মাধুরী ;
হৃদয় দর্পণ হতে মোর,
ফলিত রূপের ছটা তোর,
পড়িয়াছে তব আঁখি পরে,
চাহ চাহ মোর মুখ পরে,
ও গো মোর সাথে কহ কথা,
দিওনা মোর হৃদয়ে ব্যথা ;
ওই তব সুমধুর ধ্বনি,
মম হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ;
ওগো, ওই তব স্বর শুনে,
জাগে আশা হৃদয়ের কোনে ;

মনে হয় ভালবাসো মোরে
এখনও এখনও ওরে ॥

মনে কর নাহি আমি সম্মুখে তোমার,
দর্পণ আছে গো পড়ে নহে কিছু আর।
ওই দেখ তব ছবি হতেছে ফলিত,
প্রস্তরে প্রতিমা যথা থাকে গো খদিত—
ভ্রান্ত আমি তব মূর্ত্তি দেখিবারে যাই,
বৃথায় পাগল হয়ে তব পানে ধাই,
একবার দেখি নাকো নিজ পানে হায়,
সদাই যে তব মূর্ত্তি হৃদয়েতে ভায় ॥

প্রেম অন্তর্দ্ধান।

১

গেছ কি গো চিরতরে,
হৃদয় আঁধার করে,
এ ক্ষীণ হৃদয়খানি চরণে ঠেলিয়া,
কাঁপায়ে আঘাতে তব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ;
কেন হৃদে আসে ভালবাসা
মানবের জাগাইতে আশা,
আশা-পথ দিয়া লয়ে যাও স্বর্গপুরে,
আবার ডুবায়ে মার নিরাশা সাগরে ॥

২

তুমি ওগো প্রতারণাময়
তিরস্কার না করি তোমায়,
যে যাতনা দহে হৃদি পরশে তোমার,
পাগল হৃদয় করে পাগল আবার।

৩

কারণ প্রয়াস করে
মুছাইতে স্মৃতি ওরে,
ডুবাইতে চিহ্ন তব অসীম আঁধারে,
তবু গো যতনে রাখি হৃদয়ে তোমারে ॥

৪

সে দিনের স্মৃতি তোর
ডেকে আনে সুখ মোর,
যেই দিন তুমি আসি নিকটে আমার,
খুলেছিলে ধীরে ধীরে হৃদয়-দুয়ার ॥

৫

লয়ে মোর আশা তৃষা
গেছ কি গো ভালবাসা
করিয়া হৃদয়খানি শুধু বালুময়,
ধূ ধূ চারিধার যেন সব শূন্যময়।

৬

ও গো না দোষি তোমায়
তুমি প্রতারণাময়,
এখনও দেখি সুখের ছবি তোমারি,
তোমারি স্বপনে ধীরে নয়ন আবরি।

৭

ঘুমেতে স্বপনে ধীরে
তব শুভ্র হাসি পরে
মোর হাসি দেখি যেন যায় গো মিশিয়া,
তব স্বর পশে যেন হৃদয় বিঁধিয়া।

৮

প্রভাত আসিলে পরে
ঘুমঘোর গেলে দূরে,
কত ভার লয়ে ধীরে মলয় পবন
কাঁপায়ে বিটপি-লতা বহে স্বন স্বন।

পবন আকুল ভরে
স্বন স্বন রব করে
মনে হয় কাঁদে বুঝি কত দুঃখ ভরে,
ওগো গত দিন বিগত সুখের তরে।

৯

দূরে করে পলায়ন
যবে সুখের স্বপন
আরো কত দুখ আসে হৃদয়ে তখন,
আরো ভয়ঙ্কর হয় তোমার দহন ॥

গঙ্গা।

১

কোথা যাও তরঙ্গিনী মরাল গামিনি—
কুলু কুলু রবে অয়ি দুকুল ভরিয়া,
কোথা যাও সুরধনি হেলিয়া দুলিয়া,
চলেছ কাহার সঙ্গে
ললিত লহরী ভঙ্গে,
তুমি একাকিনী অয়ি পুত মন্দাকিনী,
পাষাণে ছাড়িয়া'য়ি পাষাণ বিহরিণী,
কোথা যাও হাসি হাসি অয়ি তরঙ্গিণী।

২

সুধীরা মন্থরা বেগা অয়ি স্রোতস্বিনি--
ফেন পুষ্প রাশি রাশি
বুকে লয়ে যাও ভাসি
বৃদ্ধ হেরি হিমাচল
চুমিতে সাগর জল,
বহি যাও'য়ি যৌবন গৌরব মোহিনি—
বিশ্বাসঘাতিনী তুমি অয়ি কলঙ্কিনি.
উদিলে পূর্ণিমা শশী
বহ তুমি হাসি হাসি,

ভুলাইয়া নিশানাথে হৃদয়ে রাখিয়া
সোহাগ আনন্দে তুমি উঠগো কাঁপিয়া ;
হেরিয়া সাগরে পুনঃ নিদ্রিত তখন,
নিশানাথ সনে কর নিশি জাগরণ।

৪

আর কেন বহ তুমি কুপথগামিনি
মৃগয়ায় রত হেরি
শান্তনু কটাক্ষে মরি
মানবীর বেশ ধরি ছলিলে তাহার,
মত্ত হয়ে বৃথা তুমি ভোগ লালসায়,—
আর কেন বহ তুমি কুপথগামিনি।

৫

রি জহ্নু মুনি তপ বিঘ্নকারিণি।
জান তুমি কত ছল
বহ তুমি কল কল
ভুলাইয়া চন্দ্রচূড়ে
লুকাইয়া হর শিরে
পার্ব্বতীর সাথে তুমি করেছ ছলনা
ছি ছি লজ্জাহীনা পর্ব্বত ললনা,
কেন বহ'য়ি কল কল কলভাষিণি।

৬

পুরাণে ব্যাখ্যানে গৌরব মনিমালিনি
তুমি হিন্দুর ধরম করম দর্শিনি
তব পূত জলধৌত
শীত শিকর কম্পিত

কল্লোলিত কল্লোল, পাপতাপহারিণি—
তুমি সগর সন্তান মোক্ষপ্রদায়িনি—
স্বরগে মরতে তুমি
আঁধারে পাতালে তুমি
মন্দাকিনি ভোগবতী তুমি ভাগিরথী
ভারত মহিমা গাও তুমি স্রোতস্বতী.
কোথা সে মহিমা তব বিপথগামিনি—
শুধু ছল কল কল কুপথগামিনি ॥

জন্ম মৃত্যু।

১

এই যে সুন্দর বিশ্ব অনন্ত উদার—
ভ্রমে যেথা জীবগণ
কোটী কোটী অগণন
বিটপি বল্লরী কত কুসুমের ভার ;
আমারি এ লীলাভূমি
সঠিক জেন গো তুমি,
কহিছে জনম হাসিয়া মরণ পানে.—
আমি খেলিবার তরে
গড়েছি যতন করে
পশু পক্ষী জীবলতা বিটপী কাননে ;
নব শোভা বুকে লয়ে
যাই আমি হেসে খেয়ে,
নিতি নিতি প্রকৃতিরে
দিই শোভা থরে থরে
লয়ে তুমি দ্বেষ রাশি আস গো ধরায়,
হরিতে প্রকৃতি শোভা
যত কিছু মনোলোভা,
কুসুম কোরক যথা বালক নিচয়।

আমি লয়ে যাই ধীরে
দেখ মানবে সংসারে,
আমার দয়ায় জীব করে কত খেলা,
তব কাজ শুধু ভাঙ্গিতে সুখের মেলা॥

২

জনম মুখেতে শুনি তাহার কাহিনী,
হাসিল মরণ ধীরে,
কহিতে লাগিল পরে,
শুন শুন বলি তবে আমার জীবন,—
সংকীর্ণ হৃদয় তব
বোঝনাক তুমি ভব,
ধরারে ভাব গো তব ক্রীড়নক প্রায়,
একবার দাও ছেড়ে
নাহি দেখ পুনঃ ফিরে,
অনন্ত জীবেরে আনি অনন্ত ধরায়।

জীবগণে আন ধরে,
রাখ তুমি গর্ভে পুরে,
তার পর দাও ছেড়ে ধরার উপরে,
বাছিয়া যাতনা রাশি
নানা ক্লেশ লয়ে আসি
পুরিয়া রেখেছ ধরা দহিতে জীবেরে।

নানা ছলা প্রবঞ্চনা,
নানা ব্যাথা প্রতারণা—
করিয়াছ সহচর ধরার মাঝারে;

লয়ে যাও হাতে ধরে
মানবেরে ধীরে ধীরে—
সম্মুখে দেখায়ে আলো গভীর আঁধারে।
কাঁদিয়া শুকায়ে গেলে নাহি দেখ ফিরে॥
আমার কুটিরদ্বার
আছে খোলা অনিবার,
কত শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ আসে নিশিদিন,
যতনে হৃদয়ে সবে রাখি অনুদিন।
সম্মুখে দানবী মায়া
যেন আলেয়ার ছায়া
বাঁধিছে মানবে সদা অশান্তির ডোরে,
পুড়িতেছে চিতানলে
প্রতিক্ষণে প্রতিপলে
তোমারি দয়ায় জীব দেখ গো সংসারে।
ঢালিতে শান্তির বারি
লয়ে আসে হাতে ধরি
গভীর আঁধার হতে মহান আলোকে,
নাহি আসি দ্বেষ লয়ে
নাহি আসি ক্রোধে ধেয়ে
হরিতে বিশ্বের শোভা আমি এ ভূলোকে।
মহা ভ্রান্ত ওহে তুমি
জান নাকো কেবা আমি
কিছু আমি নাহি নাশি করিয়া হরণ,
বাছিয়া কুসুম রাশি
আঁচলে ভরিতে আসি
সাজাইতে দেবতার নন্দন কানন।

ধরা হতে লয়ে যাই—
স্বরগে রোপিতে তাই,
সাজাইয়া দেবভূমি তুষিতে তাঁহাকে ;
এক স্থান হতে তুলি
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলি
করিবারে, মুঞ্জরিত,
মুকুলিত কুসুমিত—
ভিন্ন স্থানে রোপে যথা উদ্যান বৃক্ষকে।
বৃথা তব অহঙ্কার
তুমি ক্ষুদ্র তুমি ছার,
আছি বলে পিছে আমি অস্তিত্ব তোমার।
ভানুর প্রভার পাশে
চন্দ্র যথা রহে ভেসে
আমা হতে যত কিছু গৌরব তোমার ॥

তিরস্কার।

কেন ধরা কেন মোরে কর তিরস্কার,
আমি গো বিজনে বসি কাঁদিতেছি দিবানিশি
তাতেও কি বাধা কোন হতেছে তোমার —
আমার এ আঁখিজল মুছাবার তরে,
আনিত ডাকিনি হায় কখন কাহারে।
কেঁপে বায়ু থরে থরে তিরস্কার করে মোরে
বিটপি বল্লরী আদি কুসুমের ভার,
হানিছে ভ্রূকুটি সদা হৃদয়ে আমার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সদাই ভ্রূকুটি দেখি,
রোষনেত্রে সবে চায় মোর মুখপানে
হাসেনা মধুর হাসি কুসুম কাননে,
প্রকৃতির হৃদি পরে অভাগা রয়েছে পড়ে,
সুধার মাঝারে কিগো গরলের প্রায়
তাই ধরা স্মৃতি মোর মুছাইতে চায়।
না জানিগো কোন্ দোষে পড়েছি তোমার রোষে,
কেন ধরা কেন কর ভ্রূকুটি আবার—
নীরব আঁখির বারি সহেনা তোমার;
দেখ চেয়ে তব দেশে উঠে বায়ু শ্বসে শ্বসে,
সাগর গর্জ্জন করে তরঙ্গ তুলিয়া,
চূর্ণিতে আমারে বুঝি শতধা করিয়া;

দেখ চেয়ে দূরে দূরে রাশি রাশি মেঘস্তরে
চপলা ভ্রুকুটি হানে তোমার আদেশে,
বজ্র হাসে ঘোর রবে সুদূর আকাশে,
আন ধরা আন তুমি আজিকে প্রলয়,
হান বজ্র হান তুমি যত মনে হয়।
যাও হৃদি ভেঙ্গে চুরে আজিকে বিচূর্ণ করে,
কেড়ে লও সুখরাশি রহি আমি দুখে ভাসি,
কাজ নাই ওগো ধরা আলোতে আমার—
রহুক রহুক ঘিরে অনন্ত আঁধার,
ক্রন্দন হউক সাথী ধরাতে আমার,
কাঁদিলে নিকটে রব আমিগো তাঁহার।
তারে যদি কাছে পাই কিছুই অভাব নাই,
আমি জগতের দূরে দূরে স্বরগের পুরে
অনন্ত আলোকে আমি রহিব ভাসিয়া
তাঁহার আশীষ-জ্যোতি রহিবে ঘেরিয়া,
তাই ওগো হেথা আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সারা প্রাণ তাঁরি পদে রেখেছি সঁপিয়া॥

(২৯)

আমার পাখী।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিনু চাহিয়া
সাধের পাখীটি মরেছে আমার,
কি জানি কেমন চকিতে কখন
চলে গেছে ফেলে পিঞ্জর তাহার।

সারা বর্ষ চেয়ে আশাপথ ধেয়ে
বেঁচে ছিল পাখীটি আমার,
বসন্ত আসিবে কুসুমে ফোটাবে
হরষে সে গান গাহিবে আবার।

বাসনা অপার হৃদয়ে তাহার
বিফলে কাঁদিয়া মিশে গেল ওরে,
বসন্ত আসিল কুসুম ফুটিল
রুদ্ধ হল কণ্ঠ তার চিরদিন তরে।

ক্ষুদ্র পাখী মত জপি অবিরত
অনন্ত বাসনারাশি লয়ে আছি বসে,
আবেগ প্রাণের সুর হৃদয়ের
করিয়াছি ঠিক গাহিবার আশে।

হৃদয়ের আশা প্রাণের পিয়াসা
হয়ত অতৃপ্ত রহিবে আমার,
ত্যজি যাব গেহ ভুলি সব স্নেহ
ধরা মাঝে আছে যা কিছু আমার।

নববর্ষে ।

১

আসিল বরষ নব আসিল আবার ।
আজি সাধ হয় মনে নব বরষের সনে
বরষ মঙ্গলগীতি গাহি বারবার ॥

২

এ বিশ্ব তরুর শাখে গেয়েছিল গান ।
কত পাখী এসেছিল কত গান গেয়েছিল
আজিকে জাগায় স্মৃতি শুধু মৃদুতান ॥

৩

গত কল্য লয়ে সব করেছে প্রস্থান ।
তৃপ্ত, সাধ, অশ্রু, হাসি অতৃপ্ত বাসনারাশি
একই স্রোতে মিলি সব করেছে প্রয়াণ ॥

৪

আজি নবসুরে গাও হৃদয় আমার ।
ধুয়ে ফেল দুখরাশি মুছে ফেল অশ্রুরাশি
নূতন প্রমোদ গান গাও একবার ॥

৫

গাওরে হৃদয় আজি নব নব গান ।
ধুয়ে ফেল দুখরাশি মুছে ফেল অশ্রুরাশি
নূতন প্রমোদ গান গাও একবার ॥

৬

এস হে বরষ নব করি আবাহন।
জাগায়ে নূতন আশা প্রাণভরা ভালবাসা
এস এস জয়মালা করিয়া ধারণ॥

৭

প্রতি গৃহে উঠে আজি প্রমোদের গান।
তব কণ্ঠমালা হতে পাই যদি কোনমতে
একটি কুসুম হায় তাই ভাবে প্রাণ॥

৮

কর আশীর্ব্বাদ যাক অমঙ্গল ভয়।
পড়ুক উন্নতি সাজ সাধুক মহান কাজ
এ বিশ্বমন্দির হয়ে নব শোভাময়॥

(৩১)

বিলাপ।

কেন মন অকারণ কাঁদিছ আবার,
কেন বৃথা দীর্ঘশ্বাস, কেন মিথ্যা হাহুতাশ,
বিগত সুখের দিন সুদূর অতীতে লীন,
সহস্র ক্রন্দনে তোর ফিরিবে কি আর।
ঐ যে কুসুম দূরে
শোভিতেছে থরে থরে
যদি কভু খসে বৃন্ত হতে একবার,
সহস্র বরষা বারি
সহস্র বরষ ধরি
পারে কিরে হাসাইতে তাহারে আবার।
প্রভাতে স্বপন প্রায়
দূরে ছুটে চলে যায়
বিস্তারিয়া পক্ষ তার সুখ সমুদয়,
কেন তবে অন্ধকার
জীবনের দুখভার
আবরিয়া চারিধার রহিবে হেথায়—
হাস তবে হাস মন
অনুদিন অনুক্ষণ
দুদিনে ফুরাবে সব কেন অকারণ।
কেন হায় মিছামিছি আবার ক্রন্দন॥

---

(৩২)

সমুদ্রতীরে।

আমি সারা দিনমান,
অবস পরাণ,
একাকি বসিয়া রহি,
ঝরে দুনয়ান ;
অসংখ্য তরঙ্গ আসে,
কূলে গড়াইয়া—
ক্ষণেক ঘুমায়ে তীরে,
যায় গো ফিরিয়া ॥
আমি দেখি চেয়ে চেয়ে,
বসি সিন্ধু তীরে।
অনন্ত নীলিমা মেশে,
অনন্তেতে দূরে ॥
ঢেউ আসে চলে যায়,
রহে নাক তীরে।
যাহা পায় লয়ে যায়,
সদা ভেঙ্গে চুরে ॥
দিন আসে দিন যায়,
বুঝিতে পারি না।
জীবন ভেলাতে বসে,
মায়াতে মগনা ॥

আত্মা-বধূটি আমার,
আছে ঘুমাইয়া—
কত জন্ম জন্ম পরে,
এসেছে ফিরিয়া ॥

তবুও বুঝেনা আহা,
কি কুহকী ছলা।
ঘেরিয়া রেখেছে ওরে,
দিতে কত জ্বালা ॥

সম্মুখে দেখিছে সিন্ধু,
ঢেউ কত আসে,
ভাসায়ে লইছে বালু,
প্রতি বারে এসে ;

কালের সাগর তীরে,
আছে গো পড়িয়া,
জীব বালু শত শত,
ধরায় শুইয়া ;

কালের তরঙ্গ আসে,
লয়ে যায় বয়ে।
(না) পালটিতে আঁখিদুটী,
সুদূরে ভাসায়ে ॥

কত দিন ঘুমাইবে,
প্রাণ প্রিয়া মোর—
কত দিনে টুটিবেক,
এ মত্ততা ঘোর,

জন্ম জন্ম ঘুরি উড়ে,
গভীর আঁধারে,
তবু না ভাঙ্গিল নিদ্রা.
প্রাণ কেঁদে মরে ;
বসেছি তোমার তীরে.
অরি সিন্ধু ওরে,
তোমার কল্লোলে যদি,
মায়া যায় দূরে।
ঘোর গর্জ্জন করি 'রি,
জাগাও এবার,
প্রলয় গর্জ্জন তুলে,
প্রিয়ারে আমার।
দ্রুত পদে কাল আসে,
দেরী বড় নাই।
ত্বরায় জাগাও ওরে,
গর্জ্জিয়া সদাই ॥

---

(৩৩)

বাসনা ।

১

আমারি মরণকালে
রচিও কণ্টক শয্যা
নিভৃত কাননে,
দেখো যেন পশে না কো
তথা রবির কিরণ
গোপনে গোপনে ॥

২

দেখো যেন চারিধারে
অমানিশার আঁধার
থাকে গো ঘেরিয়া—
চারিধারে ফুলদল
শুকায়ে শুকায়ে যেন
রহে গো খসিয়া ॥

৩

দেখ যেন পশেনা পশেনা
মধু ভ্রমর গুঞ্জন
চাঁদের কিরণ

যেন পশেনা পশেনা

ঘুমেরি আবেশে কভু

মধুর স্বপন ॥

৪

আমারি মরণ কালে

রচিও কণ্টক শয্যা

নিভৃত কাননে—

দেখ যেন পশে নাক

সুখমাখা স্মৃতিগুলি

আমারি স্মরণে ॥

৫

ওগো সারা নিশি দিন

নিরাশারি হাসি যেন

শুধু শোনা যায়,

যেন দুখের নিশ্বাস,

জগতের হাহুতাশ

পশে পায় পায় ॥

৭

আমারি মরণকালে

রচিও কণ্টক শয্যা

নিভৃত কাননে—

দেখ যেন পশে নাকো,

একটি আশার শ্বাস

প্রিয় [illegible]নে ॥

৭

আমারি মরণকালে
সমূরতি দুঃখ যেন
থাকে গো দাঁড়ায়ে,
শত দুঃখ পেলে পরে,
হেরিব নয়নে তাঁরে
মরণ সময়ে ॥

(৩৪)

নির্ঝরিণির আত্মকথা।

১

বিদ্ধ করি পর্ব্বতের পাষাণ হৃদয়
আমি ধীরে বহে যাই
আমি কত গান গাই,
কে বুঝিবে হৃদয়ের জ্বালা সমুদয়॥

২

আমার এ ক্ষীণ মৃদু জীবনের ধারা
পর্ব্বত চরণে পড়ে
দিনরাত কেঁদে মরে,
চিরদিন আপনারে আমি হয়ে হারা॥

৩

আমি সারা নিশিদিন কাঁদিয়া বেড়াই
কেহ নাহি চায় ফিরে
পাখী যায় গেয়ে উড়ে,
আমি শুধু নিতি দিন চরণে লুটাই॥

৪

খেলা করে মেঘমালা হাসিয়া সুদূরে
আমি দেখি এক মনে
চেয়ে চেয়ে শূন্য পানে,
বাঁকা পথে যায় তারা মন্দাকিনি তীরে॥

৫

নিশিদিন হেরি দুখ তাহারা আমার
কহে তারা ব্রজভাষে,
পর্ব্বতেরে অতি রোষে,
তবু গো নিঠুর রহে পর্ব্বত আবার ॥

৬

ভরি তারে সঁপি প্রাণ বহি গো ধরায়
তবু সে পাষাণ দিয়া
বিদীর্ণ করে গো হিয়া ;
তবু তবু পড়ি উছলিয়া
জীবনেরে শতধা করিয়া
তবু নাহি টলে তার পাষাণ হৃদয় ॥

৭

কঠিন পুরুষ হিয়া ধরার মাঝারে
শত ঘাসে নাহি টলে,
নাহি গলে অশ্রুজলে,
পাষাণ গঠিত হৃদি সংসার ভিতরে ॥

৮

পুরুষে ঘেরিয়া নারী কাঁদে চিরদিন
তবু পদে দলে যায়
তবু ফিরে নাহি চায়
তবু ভাসে অশ্রুজলে নারী অনুদিন ॥

---

(৩৫)

তুমি।

১

ফুটিলে কনকউষা প্রভাত গগনে
জাগাইয়া জগজনে রবির কিরণে,
ভ্রমি যবে সাথী সনে
মোহন উদ্যান বনে,—
কুসুম স্ফুটন বাস,
মলয়ের মৃদু শ্বাস,
প্রভাতে প্রকৃতি শোভা
আর যত মনোলোভা,
কিছু না পশেগো মম হৃদয় দুয়ারে।
তুমি গো বিরাজ সদা অন্তর বাহিরে॥

২

দিনমণি অস্তাচলে করিলে গমন,
চন্দ্রিমায় সুশোভিত হইলে গগন,
সরসীর স্বচ্ছজলে,
সদা কুমু ফুল দোলে,
তারো মাঝে হেরি ওগো মূরতি তোমার।
হৃদয়-গগন-চারি তুমি সুধাধার॥

৩

ধবল যশের পথে আশা রেখা যত,
দিনে দিনে হৃদি হতে হতেছে তাড়িত,
তোমারি তোমারি তরে—
জগতেরে দিছি ছেড়ে,
তোমারি মূরতি ধ্যানে কাটাতে জীবন :
বহু বলে আশামূল করেছি কর্ত্তন ॥
বিশাল সাগর জলে
তরি যথা হেলে দুলে
ঝঞ্ঝা শান্তি মাথে লয়ে সমুখেতে ধায় ;
সকলি পশ্চাতে ফেলি তটের আশ্রয় ॥
অনন্ত সময় কোলে
দ্রুত ধায় টলে টলে,
হরষ বিষাদ মাথে জীবন তরণী ।
সকলি পশ্চাতে ফেলি কিছু নাহি গণি ॥

কবির কুটির।

(১)

নিরলস নিরজন তটিনীর তীরে,
বাঁধিয়াছে কবি তার আপন কুটিরে।
ধীরে ধীরে বহে তথা মলয় সমীর,
নদীজলে স্নান করি কবির দুয়ারে॥

(২)

হাসি হাসি উষারাণী যবে উঁকি মারে,
নিদ্রা ত্যজি বসে কবি আপন দুয়ারে।
শ্যামল প্রকৃতি হাসে উষা আগমনে,
নব শোভা ধরে ধরা নূতন জীবনে॥

(৩)

আঁখি মুদি ভাবে কবি বসি একমনে,
ব্রহ্মার মোহন মূর্ত্তি জাগে তার মনে;
হাসে তরুলতা হাসে সব মনে হয়,
জগৎ হইল সৃষ্টি যেন সে উষায়॥

(৪)

হাসি হাসি ছোটে যবে সোনার তপন,
মধ্যাহ্নে ছড়ায়ে যবে প্রখর কিরণ,
ক্ষুধায় কাতর হয়ে যত জীবগণ—
চারিধারে করে সব খাদ্য অন্বেষণ।

(৫)

খাদ্য তরে বক চরে তটিনির তীরে,
হংস হংসী ডুবে জলে খাদ্য পাইবারে।
খাদ্য লয়ে ফিরে পাখী আপনার নীড়ে
দলে দলে যেন গাভী মাঠে মাঠে চরে ॥

(৬)

বিহ্বল নয়নে কবি বসিয়া কুটিরে
আঁখি খুলি স্থির চক্ষে বসি চিন্তা করে;
বিষ্ণুর মোহন মূর্ত্তি জাগে তার মনে
কেমনে পালেন তিনি সব জীবগণে ॥

(৭)

ক্রমে বেলা বহি যায় তটিনি বেলায়,
পাখী ফিরে নীড়ে ধীরে নিরবে ঘুমায়;
শূন্য ঘাট শূন্য তীর শূন্য ডিঙ্গা ভাসে,
সব গেছে ফিরে কেহ নাহি তীরে আসে ॥

(৮)

নিঝুম আঁধার আসে জগৎ ঘেরিয়া,
নীরবতা আসে ধীরে দিগন্ত ব্যাপিয়া;
পরিশ্রান্ত ধরা যেন ঘুমাইতে চায়
সারা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে হায় ॥

(৯)

আকুল নয়নে কবি বসিয়া কুটিরে,
এক মনে বারে বারে দেখে চারি ধারে।
সমস্ত জগৎ যেন হতেছে নিধন,
সন্ধ্যাকালে প্রকৃতির হতেছে মরণ ॥

(১০)

কত শিক্ষা দান করে মানবে প্রকৃতি,
নানা বেশে নানা ভাবে ধরিয়া আকৃতি ;
প্রভাতে বিধির সৃজন বিধান
মধ্যাহ্নে পালন সায়াহ্নে নিধন
যে নিয়মে চলে বিশ্বময়ে জীবগণ
তরু লতা শাখা পাতা বিটপি কানন ॥

(৩৭)

স্মৃতি।

(১)

ঘুমাইলে শ্রান্ত ধরা
ফুটিলে কুসুম পারা
না মুদিতে আঁখি দুটি নিদ্রার পরশে,
হৃদয় বীণার তানে
পুরাতন স্মৃতি আনে
পুরাণ ঘটন রাশি
হৃদয়েতে উঠে ভাসি
কত সুখ জাগে মনে স্মৃতির আবেশে।
মনে পড়ে কত হাসি
কত বিষাদের রাশি
বাল্যের জীবনে ছিল মিলিয়া মিশিয়া,
জননীর সুখ কথা
জাগাত না মনে ব্যথা
থাকিতাম সদা যেন সুখেতে মজিয়া।
জ্বলিত যে আঁখি তারা
আজি তাহা ম্লান পারা
প্রফুল্ল হৃদয় আজি গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
মরণের শ্বাস হৃদে উঠিছে শ্বসিয়া॥

(২)

যখন গো হৃদে জাগে
ছিনু কত মন সুখে
অনেক যতনে সাধা
বন্ধুত্ব বাঁধুনে বাঁধা
ছিনু যবে সাথী কত যৌবন বেলায়,
শত পাকে বাঁধা ছিনু
হৃদে হৃদে গাঁথা ছিনু
মালিকার গাঁথা যথা কুসুম নিচয় ;
আমারি এ আঁখি পরে
এ বাঁধন গেল ছিঁড়ে
একে একে মিশে গেল নীরব মরণে।
বসন্ত চলিয়া যায়
তরুর পল্লব প্রায়
আমি গো রহিনু পড়ে সংসার গহনে ॥

(৩)

তখন গো হয় মনে
নব এক শূন্য মনে
ভ্রমে যথা শূন্য প্রসাদের ভগ্ন গৃহে ;
প্রাসাদের শোভাধার
শূন্য সব চারি ধার
নিবেছে আলোক জ্বালা
শুকায়েছে ফুলমালা

সকলই গিয়াছে ভাসি
পড়ে ভগ্ন দ্রব্য রাশি
সে শুধু ভ্রমিছে একা বলহীন দেহে ॥

(৪)

আমি গো তাহার মত
ভ্রমিতেছি অবিরত
হৃদে লয়ে শত ক্ষত মরম বেদনে,
সঙ্গী হীন পথ হারা বিশাল ভুবনে ;
ঘুমাইল শ্রান্ত ধরা
ফুটিলে কুসুম পারা
না মুদিতে আঁখি দুটি নিদ্রার পরশে
হৃদয় বীনার তানে
পুরাতন স্মৃতি আনে
পুরান ঘটনা রাশি
হৃদয়েতে উঠে ভাসি
কত সুখ জাগে মনে স্মৃতির আবেশে ॥

ভারত-বীণা ।

(১)

কেন আজি বীণা তুমি ভূমিতে লুটাও,
আঁখি মুদি স্থির চোখে কাহারে ধেয়াও ;
নীরব তোমার গান
নীরব ললিত তান
কেন আজি ম্লান হায়
সায়াহ্ন রবির প্রায়
কেন আজি নীরবতা সুকঠিন ডোরে—
বাঁধিয়াছে পাকে পাকে আজিকে তোমারে ;
কেন মেদুর পবন
বৃথা বহে স্বন স্বন,
কেন ফেলে দীর্ঘশ্বাস
বৃথা শুধু হা হুতাশ
পরিত্যক্ত তুমি বীণা ভারত মাঝারে,
ভূমিতে শায়িত আজি ধূলির উপরে ।

(২)

সংসারের গেহ মাঝে তুচ্ছ আমি নর,
গাহিয়াছে কত কবি মোহিমা তোমার ;

আমি তাই ধীরে ধীরে
তাঁদেরি পদাঙ্ক ধরে
গাহি আজি ক্ষীণস্বরে মহিমা তোমার,
হাতে লয়ে ফুলমালা সাজাতে আবার।
কবির সমাধি পরে
ফুটিয়াছে স্তরে স্তরে
নব ফুল শত শত
মোহন সুচারু কত
সেই ফুলে গাঁথি মালা পরাতে তোমায়,
তুলি এই ক্ষীণ তান হৃদয় বীণায় ;
গাও যদি একবার ভারত ভিতরে
জাগাইতে জগজ্জনে তোমার ঝঙ্কারে ॥

স্বপনে ।

নিশি শেষে আজি দেখিনু স্বপনে
দেবীর মুরতি কমল আসীনা,
আসে পাশে চারিধারে তার
উঁকি মারে উষা সোনালি বরণা।
চরণ সরোজ চুমিয়া চুমিয়া
আকুলী সমীর বহিয়া যায়,
মরাল মরালী গ্রীবাটী তুলিয়া
দুলিয়া দুলিয়া ভাসিছে হায়।
মুগধা সরসী রহেছে চাহিয়া
প্রবাহ রুধিয়া স্তিমিত নয়নে,
মুখ পানে তাঁর চাহিয়া চাহিয়া
ফুটিছে নলিনী প্রভাত জীবনে।
খেলিছে বীণাটি ক্রোড়েতে তাঁহার
সপ্তস্বর তায় নীরবে ঘুমায়,
হেরিছেন দেবী চাহিয়া চাহিয়া
সমুখে সন্তান পূজিছে তাঁহায়।
ক্রৌঞ্চীদুখে বিহ্বল কাতর মুণি
যোগেতে মগনা সমুখে বসিয়া,
পূজিছেন মার চরণ দুখানি
ব্যাস কালিদাস পিছনে রহিয়া।

ভারত বঙ্কিম প্রমাদ ঈশান
নবীন মধু হেম কৃত্তিবাস,
কিঙ্কল বিহারী বিহ্বল নয়নে
খুঁজিছে কোথায় সারদা আবাস।
অকস্মাৎ ধ্বনি পশিল শ্রবণে
কহিছে সকলে গম্ভীর বদনে,
চলিছেন মা ভূলোক দর্শনে
বরে লও তাঁরে সকল সন্তানে।
অকস্মাৎ মোর ভাঙ্গিল স্বপন
আকুল নয়নে রহিনু চাহিয়া,
উঁকি মারে ঊষা গবাক্ষ ভেদিয়া
নাচে তরুলতা হাসিয়া হাসিয়া।
বসন্ত আরম্ভে শীত অবসানে
সেজেছে প্রকৃতি নবীন বরণে,
সত্যই মাতঃ আসিছেন হেথায়
ঢালিতে আশীষ আজিকে ভুবনে।
কে আছ কোথায় ছুটে সবে আয়
পূজিতে আজিকে মায়ের চরণে॥

উপহার।

১

কেন গেঁথেছ আজি ওগো কুসুমহার।
চামেলি মল্লিকা　　　　ফুটন্ত কলিকা
কেন রাশি রাশি যূঁথী আঁচলে তোমার॥

২

কেন সাধ ওগো সাজাতে আমায়।
অনল আধার　　　　হৃদয় আমার
দারুণ অনল সদা জ্বলিছে সেথায়॥

৩

কেন দিতে চাও হার গলাতে আমার।
আমার পরশে　　　　যাবে খসে খসে
শুকাবে অনল-তাপে সাধে গাঁথা হার॥

৪

কোমল কুসুমে ওগো কি কাজ আমার।
কঠিন পাষাণ　　　　মোর মন প্রাণ
পাষাণে বোঝে কি বল কোমলতাভার॥

৫

কুসুম সুগন্ধে ওগো কি কাজ আমার।
অশুচির বায়　　　　হৃদে বয়ে যায়
দূরে যাবে ফুলবাস মিশায়ে তাহার॥

৬

ওগো গেঁথে নিয়ে এস কণ্টকের হার—
কঠিন পাষাণে　　　　যদি বিঁধে প্রাণে
বাছ গো কণ্টক, দূরে রাখি ফুলহার॥

৭

আন আন সুকঠিন শৃঙ্খল লোহার ;

পরাণ অনলে নাহি যাবে গলে

রবে কিছু কাল ওগো পরশে আমার ॥

৮

কোমল কুসুম হারে কি কাজ আমার,

তুলি নব ফুল সুগন্ধে আকুল

গাঁথি নব হার ছুটে যা বিজনবনে ॥

৯

অশ্বথ বিটপি মূলে যেথা যোগীবর ।

বসি যোগাসনে নিমগন ধ্যানে

রাখগো মালিকা ওগো চরণে তাঁহার ॥

১০

কিম্বা ছুটে যাও মন্দাকিনী তীরে,

বাণীর সন্তান যেথা গায় গান

সাজাও তাঁদের পদ তব ফুলহার ॥

১১

রেখে আয় মালা তোর তটিনীর কুলে ।

নাহি যেথা কেউ শুধু মৃদু ঢেউ

লয়ে যাবে বুকে করে আপনারে ভুলে ॥

১২

কোমল কুসুমহারে কি কাজ আমার—

অনলের শ্বাসে এমনিরে ধ্বসে

ছাই হয়ে মিশে যাবে ভূতলে আবার ॥

মিলন আশীষ।

১

জগতে মিশিয়া আছে সুতীব্র বাসনা,
ধায় সবে মিলিবারে
[illegible] মিশিয়া পরস্পরে ;
মিলনে [illegible] বিশ্ব ভুলিয়া আপনা ॥

২

উদার [illegible] ধারা চলেছে ধাইয়া,
[illegible] পড়েছে পড়ে
[illegible] প্রেমের ডোরে
মিলন বাস[illegible]শে প্রেমেতে ভাসিয়া ॥

৩

প্রাচীকুলে [illegible] রবি জগতে চাহিয়া,
[illegible]ক বারবার
[illegible]ণ তার
মিলাতে [illegible] ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ॥

৪

ঝাঁপায়ে [illegible] নিঝরের ধারা,
[illegible] তটিনী সনে—
[illegible] তক্ষণে
মিশিতে [illegible] পাগলের পারা ॥

মাধবী বল্লরী দেখ উঠে তরুবেড়ে,
মিলিতে তাহার সনে—
শত বাহু দিয়া টেনে
হৃদয় লতারে তরু শত পাকে ঘেরে ॥

৬

পুরুষে ঘেরিয়া নারী রহে অনুদিন,
নরনারী এক সনে
রহে সদা একপ্রাণে
পরস্পর পরস্পরে জড়ায়ে জীবন ॥

৭

তুমিও চলেছ বোন মিলনের তরে
ফুকারি মঙ্গল রবে
বাজায় শঙ্খ সবে
শুভদিনে পতিসনে মিলাতে তোমারে ॥

৮

ভ্রাতা ভগিনীর সনে মিলায়ে জীবন,
এতদিন ছিলে ঘরে
আমাদের স্নেহ পরে
মিলিয়া মিশিয়া তুমি একান্ত আপন ॥

৯

আশৈশব দিছি মোরা আদর সোহাগ,
কত যত্ন সুখ হর্ষ
দিছি মোরা দশ বর্ষ
ছিল যাহা কিছু হৃদয়ের সুখ ভাগ ॥

১০

আজি এ আনন্দ দিনে বিষণ্ন হৃদয়
মধুর বাঁশরী সনে
জাগিছে হৃদয় কোণে
দুখভরা সংসারের ছবি সমুদয় ॥

১১

সুখ দুখ বিজড়িত সংসার সাগরে,
ভীষণ তরঙ্গ শত
উঠিতেছে অবিরত
কত ক্লেশ আসে ভেসে তরঙ্গ উপরে।
কত কষ্ট কত ব্যথা
কত ছলা কুটীলতা
তরঙ্গ তরঙ্গাঘাতে কতই পীড়ন।
দহিছে মানবে সদা অসুখ দহন ॥

১২

বৃথা মনে ডরি রাখিতে নারিব ধরে,
উঠিতেছে শঙ্খরব
করিতেছে নারী সব
ঘন ঘন হুলুধ্বনি আজি অন্তঃপুরে ॥

১৩

দাঁড়াও দম্পতি মুক্ত গগনের তলে
অসংখ্য তারকা মিলি
মঙ্গল নয়ন খুলি
দেখুক মিলন আজি আপনায় ভুলে।

আসুক আসুক বয়ে
সমীরণ দ্রুত ধেয়ে
শত শত তারকার আশীর্ব্বাদ ভার
ভরে থাক দুখ জ্বালা কুটিলতা আর ॥

১৪

বাঁধিতে নূতন ঘর যাও বোন ধীরে
লয়ে যাও সুখসাধ
রেখে যাও দুখবাদ
দেবতা আশীষবল রক্ষিবে তোমারে ।
আজি এই শুভদিনে
লহ বোন শুভক্ষণে
ভ্রাতৃ আশীর্ব্বাদ আজি ভরিয়া অঞ্চল
জটিল সংসার পথ হউক সরল ॥

(৪২)

শৈশব।

১

বিগত শৈশব সখা সুখের স্বপন
দিন চলে যায়—
যৌবন সুঠাম অতি—অতি অভিরাম
সেও চলে হায় ॥

২

বয়সের সাথে শুনি জ্ঞানী হয় নর
যত দিন যায়।
আগুসারি নাহি কাজ জ্ঞান অর্চনায়
বৃথায় বৃথায় ॥

৩

যদি পাই ফিরে সখা শৈশব আবার
পিছে চলে যাই।
যদি সে সরল হাসি—নির্ম্মল হৃদয়
পুনঃ ফিরে পাই ॥

৪

প্রারটে জলদ জলে ঘেরে নীলাকাশ—
বরষার শেষে,
মেঘ মুক্ত নীলাকাশ নিরাভ বিকাশে
চলে মেঘ ভেসে ॥

৫

বসন্তের শেষে বিশুষ্ক পল্লবরাজি .
ধীরে খসে যায়—
শীত অবসানে ফুল ফল পাতা তরু
পুনঃ ফিরে পায় ॥

৬

নাহিক উপায় কোন নাহিক উপায়
ফিরে যাহে পাই—
হাসিমাখা সুখমাখা শৈশব আমার
আজ কিছু নাই ॥

৭

ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত হৃদি স্বার্থ তাড়নায়—
নাহি সুখ আর।
অজ্ঞান তিমির আয়—আয় দূরে যাক
জ্ঞানের বিকার ॥

৮

বড় সুখময় শৈশব জীবন সখা,
সরল হৃদয়,
স্বার্থের বিকার মাত্র জ্ঞান অহঙ্কার
শুধু তম হায় ॥

(৪৩)

অজয় তীরে !

১

স্ফুটিয়াছে প্রাচী প্রান্তে প্রভাত কিরণ,
বিহগ ধরিয়া তান গাহিছে প্রভাতি গান
হাসিছে প্রকৃতি লভি নূতন জীবন।

২

এ হেন প্রভাতে ত্যজিয়া শয়ন মোর
এসেছি তোমার তীরে আজিকে অজয় ওরে
শুনিবারে মধুমাখা কলতান তোর।

৩

কত কথা বুকে ধরে রহেছ অজয়,
বসিয়া তোমার তীরে মানস নয়নে ধীরে
পাই যেন দেখিবারে সেই সমুদয়।

৪

মনে পড়ে কত কথা কত পুরাতন,
বাঁধিতে অলকা বাণি শ্রীমন্তের ডিঙ্গাখানি
ভেসে ভেসে তব বক্ষে করেছে গমন।

৫

মনে পড়ে গো অজয় সেদিন আবার,
সরলা লহনা গানে দারুণ বিরহ তানে
মথিত হইয়াছিল হৃদয় তোমার।

৬

এখন কি হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে,
লহনার আঁখিবারি আছ তুমি আছ ধরি
এখনো কি স্মৃতিগুলি আছ বুকে ধরে।

৭

হের ওই তব তীরে কেন্দ্র বিল্বগ্রাম,
নাহি সেই শোভা তার নাহি সেই গান আর
নীরব নিশ্চল তব গুরুগৃহ ধাম।

৮

কেন হে নীরব হেরি অজয় তোমায়,
কোথা জয়দেব গান সেই দেহি পদ তান
ভুলেছ কি গুরুমন্ত্র ভুলেছ কি হায়।

৯

না গাহিতে কেতকীপুরে শচীর তনয়,
ত্যজিয়া সকল আশ পরেছ গৈরিকবাস
হে বৈরাগী পুরাতন বৈষ্ণব অজয়।

১০

শুনি আজ ওই তোর ত্যাগ সকরুণ,
কাটিয়া মায়ার পাশ ত্যজিয়া বাসনা আশ
মনে হয় ছিন্ন করি জটিল বন্ধন॥

মৃত্যু।

মৃত্যু—

তোমারি কারণে ভয় ত্রাস মনে,
উঠিছে শিহরি নরনারী।
কখন আসিবে কর বুলাইবে,
চলিবে লাজ ভয় পাশরি॥

অতীব যতনে রাখিছে গোপনে,
সাবধানে তোমা হতে দূরে।
তব শান্ত কর, যেন অতঃপর,
না পারে পরশিতে তাহারে।
চেনে না তোমায় নরনারী হায়,
তোমার প্রবল প্রতাপ রে॥

রথার যতন প্রেমের বাঁধন,
তোমারে রোধিতে কে আছে রে।
নিবীড় কাননে ফুটেছে গোপনে,
ঘন পল্লব ছায়ে ফুল রে॥

রবির কিরণ সমীর বিজন,
কীট না প্রবেশে তথায় রে।

কভু সেই ফুল নড়েনা মৃদুল,
তবু খোসে যায় নীরবে মিলায়,
নীরবে ফুটিয়া নীরবে রে ॥

প্রতাপ তোমার রহে চারিধার,
তবু করে আশ কত না প্রয়াস
তোমা হতে গো রহিতে দূরে।
তুমি আসিবেক স্বপ্ন টুটিবেক
মোহজাল সব যাবে ছিঁড়ে—
এস মরণ মধুর ওরে ॥

আগমনী।

আজিকে বরষপরে, হের দাঁড়াল দুয়ারে,
নয়ন মুছি দীন বঙ্গের নরনারী।
সারা নিখিল ভুবন, আজি হরষ মগন,
এস বিশ্বধামে দয়াময়ী মা আমারি।

তোমার পূজার লাগি, সারা বঙ্গ আছে জাগি,
ভকতি প্রসূনে আজি ভরেছে অঞ্জলি।
রাখিতে চরণতলে, ধুইয়া নয়ন জলে,
এস এস শোকহরা ভুবন উজলি!

মা তুই আসবি বলে, দিতে পূজা পদতলে,
জেগে রহে সারাধরা,—হাসিভরা আজ।
ধান্যে ভরা ক্ষেতগুলি, ফুটে উঠে ঝরা কলি,
ওমা জলে ভরা শুক্‌নো তড়াগ আজ॥

তটিনি সোহাগ ভরে, চরণে লুটিয়ে পড়ে,
কুঞ্জে অলি গেয়ে ছুটে মাতিয়ে ভুবনে।
তোর আগমনী গানে, আজি মাগো বয়ে আনে,
ওমা আশার বাতাস হতাশ পরাণে॥

মা তোর আঁচল ছায়ে, আসে সবে ছুটে ধেয়ে,
পল্লীপথে গ্রাম্যবালা চলে দলে-দলে ;
ছোট ছোট ছেলেপুলে, মা মা বলে ছুটে চলে,
সাথে সাথে ফিঙ্গেগুলো নাচে তালে তালে।

ঘাটে ঘাটে বাঁধা তরি, এল সবে ঘরে ফিরি,
প্রবাস হ'তে দেখ মাগো ছেলে তোমারি।
ও রাঙ্গা চরণমূলে, আজি ওগো মা মা বলে,
লুটিয়ে পড়ুক মাগো বঙ্গ নরনারী ॥

শ্মশানে।

১

এই ত শ্মশান চির শান্তি নিকেতন,
শেষ করি খেলাধূলা নরনারিগণ,
লভে চিরশান্তি হেথা সুষুপ্তির ক্রোড়ে,
এই ত শ্মশান আশার সমাধি ওরে।

২

এই শ্মশানের ক্রোড়ে দিছি বিসর্জ্জন,
পরম দেবতা পতি রমণী জীবন,
এই সে শ্মশান বক্ষে করেছি অর্পণ,
ছিন্ন কণ্ঠ হৃদয়ের শেষ আকর্ষণ।

৩

এই পুণ্য ভাগীরথী তীরে ধৌত করি,
আঁখিজলে মোর, হেথা শয়ন তাঁহারি,
রচেছিনু সযতনে, ঢেলে দিয়া মোর
সাধ আশা ভালবাসা সর্ব্বস্ব আমার।

৪

মায়ার মদিরা পানে উন্মত্ত হৃদয়,
ভাবে নাই হয়ে গেল সম্মুখে প্রলয়,
কাটিয়াছে নেশা তার বুঝেছে এবার,
এইবার দাও স্থান জননী আমার।

৫

ফুটেছে মৃত্যুর রেখা দূর পরপারে,
ঐ ঐ বাহু তুলে ডাকিছে জাহ্নবী মোরে,
বৃথা কেন ধরা পানে চাহ মন আর,
ফুরায়ে আসিছে বেলা নামিছে আঁধার।

৬

কেটে দাও মায়াপাক জননী আমার,
ওই তব কলতান শুনাও আবার।
শুনিতে শুনিতে মাগো ঘুমাই হেথায়,
দাও শান্তি শান্তিময়ি তব তনয়ায়।

বালক ও বালিকা।

১

মিলায়েছে রবিরেখা আকাশের গায়,
ফুটিছে বকুল ফুল   বহেনদী কুলু কুলু।
মৃদুল পবন বহে পাতায় পাতায়।

২

এঁকে বেঁকে নির্ঝরিণী তড়িৎ-গামিনী,
শুকান বকুল রাশি   বুকে লয়ে হাসি হাসি,
বহি যায় ধীরি ধীরি নীরব রজনী।

৩

না জমিতে রজনীর বিষম আঁধার,
বাহিরিল ধীরি ধীরি
হাতে করি টরাধরি
ক্ষুদ্র ঐ কুটীর হ'তে ফুলবীণা লয়ে হাতে,
বালক বালিকা এক হাসিয়া মধুর।

৪

বসিল দুটিতে মিলি বকুলতলায়,
বকুলের ফাঁক বেয়ে
জ্যোছনার পাশ দিয়ে
আকাশে দুইটি তারা ছড়ায়ে কিরণধারা,
হেরিছে প্রণয় খেলা তরুলতলায়।

৫

বালিকা আঁচল ভরি কুড়াল ফুলের রাশি
যতনে গাঁথিল মালা
ক্ষুদ্র প্রণয়ের ডালা
হাসিয়া হাসিয়া জোছনা মাখিয়া,
অর্পিল বালকগলে বাজাইয়া বাঁশী।

৬

হাসিয়া বালক কুড়াল বকুলরাশি,
হৃদয় ভরি যতন করি
বালিকার হাতে ধরি
বসিল বকুলআসনে চাহি বালিকার পানে,
দিল করতালি বাজাতে লাগিল বাঁশী।

৭

বাশি দুটি হাতে হাত নয়নে নয়ন।
ধীরে ধীরে দুই জনে
গাহিয়া আপন মনে,
ডুবেছে রবির কায়া
শুধু আঁধারের ছায়া,
আমরা দুটিতে মিলি
নিরজন নিরি বিলি,
যাই চল ধীরি ধীরি
ভাসিয়া সাগর-পরি
ধীরে ধীরে কুটীরেতে করিল গমন॥

---

(৪৮)

রৌদ্র।

ঝিকিমিকি রৌদ্র ঝাঁকে করছে খেলা,
ক্ষেতের মাঝারে।
সন্ধ্যা এলে ধীরে ধীরে মরে তারা,
গভীর আঁধারে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে আশা-রৌদ্র করে খেলা,
হৃদয় মাঝারে।
সন্ধ্যা এলে নাহি থাকে মিশে তারা,
আঁধার ভিতরে॥

তটিনীর তীরে।

তটিনীর তীরে　　　কুঞ্জের মাঝারে
বসে রই আমি আপন মনে,
বসিলে সেথায়　　　মনে পড়ে হায়
তাহারি কথা আমারি স্মরণে—
নদী গাহে গান　　　মৃদু মৃদু তান
মনে বুঝি হয়　　　সে আসে হেথায়—
বাজে নূপুর চরণ মঞ্জীরে,
বায়ু বহে যায়　　　মনে জাগে হায়
যেন তারি শ্বাস ভাসে কুঞ্জেরে.
ফোটে কত ফুল　　　আঁখি সমতুল
যেন আঁখি তার নয়নপরে,
সুদূরে পাপিয়া　　　আকুল ডাকিয়া
তারি স্বর চুরি করে ডাকেরে,
লতা ফাঁক দিয়ে　　　জোছনা হাসিয়ে
করে কতখেলা কুঞ্জমাঝারে,
যেন সেই হাসি　　　আঁখিপরে ভাসি
আমারই পরান কাঁদায়রে,
তাই ভালবাসি　　　বড় ভালবাসি
পাপিয়া ঝঙ্কার সমীর তান,—

জোছনার হাসি কুসুমের রাশি
বড় ভালবাসি কুঞ্জ বিতান,
সে যে স্মৃতিমাখা তারি স্মৃতি ঢাকা
তাই বসি সেথা আপন মনে—
সেই পুরাতন কুঞ্জভবনে।

চয়ণ।

কি আছে আমার হৃদয় কাননে,
কি ছার যতনে করিব চয়ণ,
ছুটে ছুটে যাই বুঝিবা স্বপনে,
না পারি আবেগ করিতে দমন।

নাহিক শেফালি ফুটন্ত করবী,
নাহিক গোলাপ সুগন্ধি বকুল,
করেছি চয়ন বনফুল সবি,
আপন আবেগে আপনি আকুল।

বন ফুল ভরা এই ছোট সাজি,
নাহি গন্ধ নাহি শোভা কিছু হায়,
তবু ওগো এনেছি দুয়ারে আজি,
কেহ তুলে ভুলে যদি সুখ পায়।

জগতের মাঝে সকলি খুজিছে,
বসোরা গোলাপ—কেহ কি গো চায়,
বনফুল পানে দূর বন মাঝে,
তবু সেত নিজ মনে ফুটে হায়।

---

(৫১)

নিদাঘ।

১

আসিল নিদাঘ ফিরে
পায় পায় ধীরে ধীরে
প্রখর হইল আজি রবির কিরণ;
পটল কুসুম গন্ধ বহে সমীরণ।
সরসী সলিল যত
শুকাইছে অবিরত
সুনাল সায়াহ্ন বায়ু গ্রীষ্ম আগমনে;
নিশি, চন্দ্রিমা জাল ভাল লাগে মনে ॥

২

মণিমুক্তা ব্যবহার
চন্দন লেপন আর
করে সব বিলাসিনী যতেক রমণী,
প্রাসাদ ভিতরে বসি
শুনে বীণা হাসি হাসি
সুগন্ধি মাখিয়া গায় যত সব ধনী;
নিদাঘের তাপ জ্বালা তরে নিবারণ,
কুসুম সুগন্ধ বাহি মৃদু সমীরণ ॥

৩

যুবতী প্রমদাগণ
করে ঘর্ম্ম নিবারণ
সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহলতা করি আবরণ,
গবাক্ষ খুলিয়া যবে
নিদ্রা যায় নারী সবে
চন্দ্রমা বদন ভাতি কোরে নিরক্ষণ ;
আপন সৌন্দর্য্য লাজে দিতেছে ধীৎকার,
চিন্তায় পাণ্ডুর দেহ প্রভাতে তাহার ॥

৪

প্রচণ্ড রবিরকর
পড়েছে পৃথ্বীর পর
তাপিত বিটপি পাখী জীবলতাগণ,
উত্তপ্ত ধূলির জাল বহে সমীরণ ;
তৃষিত কুরঙ্গ যত
ছুটিতেছে অবিরত,
পিপাসায় শুষ্ক তালু নিদাঘ পরশে ;
জলাশয় ভ্রম করে সুনীল আকাশে ॥

৫

দগ্ধ গাত্র ধূলি মাঝে
সর্পগণ চলিয়াছে
বেঁকে বেঁকে অধোমুখে ফেলিয়া নিশ্বাস,
হরিণীর পুচ্ছ ছায়ে জুড়াইতে প্রাণ ;
হয়েছে উভয় হারা
পশুরাজ যেন মরা

দারুণ নিদাঘ তাপে দারুণ তৃষ্ণায়
লক্ লক্ জিহ্বা তার সদা বাহিরায়,
কাঁপিছে কেশাগ্রভাগ
ভুলেছে আপন রাগ
নাহি বধে করিমুখ সম্মুখে ভ্রমিছে ;
চেয়ে চেয়ে চারি ধারে সদাই হেরিছে ॥

৬

করিছে বৃংহন রব
করি দল মিলি সব
পিয়াসে কাতর হয়ে ছোটে চারি ধারে,
ভাঙ্গিছে বিটপি শাখা দলিছে লতারে ;
স্বল্প জল জলাশয়ে
নামিতেছে ধেয়ে ধেয়ে,
কর্দ্দমাক্ত করিতেছে সরসীর জল,
ক্ষরিতেছে মদবারি করি কল কল ;
তাড়াইতে পরস্পরে
শুণ্ড তুলি যায় তেড়ে
দলিয়া নলিনীদল সরসী সলিলে ।
উপাড়ে মৃণাল সব ক্রোধে দলে দলে ॥

৭

নিদাঘে ময়ূরগণ
অবসন্ন দেহ মন
নাহি খুঁজে সর্পদল পুচ্ছের ছায়ায়,
নিদাঘ তাপেতে যেন সব ভুলে যায় ;

নিদাঘে তাপিত হয়ে
শূকর চলেছে ধেয়ে
মুখাগ্র লাগায়ে ভূমি করিছে খনন।
পাতালে যাইতে চায় জুড়াতে জীবন ॥

৮

কর্দ্দমেতে পূর্ণ আজি সরসীর জল,
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে
নিদাঘ এসেছে ফিরে
বধিতে আজিকে যেন সব মীন দল;
কর্দ্দমাক্ত জলাশয়
ত্যজি সব লম্ফ দেয়
বাঁচাইতে প্রাণ আজি মণ্ডূকের দল,
ফণীর ফণার ছায়ে যাইতে বিহ্বল;
রবিকরে শোভে ফণি
জ্বলিতেছে তার মণি
নিজ বিষে রবি করে কাতর তৃষায়,
নাহি বধে ভেকদল যেন মৃতপ্রায়;
ফেণরাশি বাহিরায়
মহিষের জিহ্বাগায়,
পর্ব্বত গহ্বর হতে
যেন ধরা বিনাশিতে
দ্রুতপদে ধেয়ে আসে মহিষের দল,
চারিদিকে খুজিতেছে সরসীর জল;
কর্দ্দমে সরসী ভরা
করে তায় বপ্র ক্রীড়া

জগতে থাকিতে যেন নাহি চায় তারা
পুড়ায় নিদাঘ আজি যেন সব ধরা ;

শুষ্ক আজ তৃণদল
পুড়াইছে দাবানল
শুষ্ক তৃণ শাখা পাতা বিটপি লতায়,
শোভিতেছে বনভূমি রক্তিম আভায় ;

বহিছে প্রবল বায়
তৃণ পত্র উড়ে যায়
চারিধারে সদা যেন শঙ্কা জেগে রয়,
হেরিলে কাননভূমি শঙ্কিত হৃদয় ;

খসিছে বিটপি পাতা
বিশুষ্ক হইছে লতা
পত্র হীন শুষ্ক ডালে বিহগের দল,
বহু কষ্টে ফেলে শ্বাস করে কলকল ;

সভয়ে শ্বাপদগণ
করে দ্রুত পলায়ন
পল্লবিত নিকুঞ্জে সবে লইতে আশ্রয়,
ক্লান্ত বানরের দল সলম্ফে পালায় ;

হইয়াছে বিকসিত
বনভূমি সুশোভিত
রক্তিম কুসুম পুষ্প তরুরে ছাইয়া,
জ্বলন্ত অনল প্রভা
নির্ম্মল সিন্দুর আভা
প্রবল পবন বেগে নাচিছে উঠিয়া ;

শত বাহু বাড়াইয়া
উঠিতেছে লাফাইয়া
আলিঙ্গিতে তরুণির ব্যাকুল হৃদয়,
ধরারে দহিছে আজি অগ্নি তেজময় ॥

৯

ছুটিতেছে দাবানল
পবন বাড়ায় বল
মহাশব্দে প্রবেশিছে শুষ্ক বাঁশবনে;
পুড়িতেছে তৃণরাশি
মৃগ-লোমে অগ্নি পশি
বধিতেছে মৃগ যূথ কঠোর পরাণে;
চারি ধারে দাবানল
তাপিত শ্বাপদ দল
পবয় কেশরী করি ত্যজিয়া কাননে
শত্রুতা ভুলিয়া সবে
বন্ধু যেন তারা ভবে
লভিছে আশ্রয় আজি বিপুল পুলিনে;
ফুটেছে নলিনি কত
জলাশয় সুশোভিত
পাটল কুসুম গন্ধ ছোটে চারি ধারে
ভাসিয়া ভাসিয়া আজি সায়াহ্ন সমীরে ॥

(৫২)

বরষা।

১

জল ভারে ঢলে ঢলে
মেঘমালা হেলে দুলে
নীলাকাশে ভ্রমে করিয়া গর্জ্জন,
নীলোৎপল বনে মত্ত কুরঙ্গ যেমন ;
কলভ মেঘেতে চড়ি
বিদ্যুৎ পতকা ধরি,
বজ্র বাদ্য বাজাইয়া
বিলাসী মন হরিয়া
আসিল বরষা পুনঃ নৃপতি ধরার,
পল্লবিত কুসুমিত করি চারি ধার।

২

নীলাকাশে মেঘমালা
লোচন অঞ্জন তোলা
ঢলে ঢলে পড়ে যেন সুমেরু মাথায়,
অতিনীল পত্র প্রায়
মেঘমালা পড়ি রয়,
যমুনার নীল জলে
বহে যথা দলে দলে
বৃক্ষ হতে খসি পত্র পবনে তায় ;

গর্ভিনী রমণী সম
কাল বর্ণে অনুক্ষণ
বাঁধে যথা পতিমন সহস্র বাঁধনে ;
কাল মেঘ জল ভারে
স্তন শোভা হৃদে ধরে
ব্যথিছে বিরহী মন শতেক ক্রন্দনে।

৩

ইন্দ্র ধনু করে লয়ে
বিদ্যুৎ গুণ যোজিয়ে,
সুতীক্ষ্ণ ধারা বাণে
অশনির ধ্বনি স্বনে
মথিছে প্রবাসী মন দুখের পরশে,
জাগায়ে পতির চিন্তা স্মৃতির আবেশে।

৪

বৈদূর্য্য মণির প্রায়
বয়ষে ধরণী গায়
জনমিয়া তৃণদল শ্যামল শোভায়,
মাতাইছে জীবগণে আনন্দ ধারায়।
শ্যামল তৃণের পরে
কন্দলী লতার ধরে
গোপকীট শোভাপায়
রক্তাভ মণির প্রায়,
মনে হয় পরি যেন মণির ভূষণ—
নানা রূপে শোভাপায় বরাঙ্গণাগণ।

৫

করিতেছে কেকারব
ময়ূর ময়ূরী সব
পুলকে পেখম খুলি নাচিছে হরষে,
চুম্বিতেছে পরস্পরে আজি এ বরষে ;
বর্ষার কলুষ জল
নদী বক্ষে টল টল
বাড়াইছে নদী বেগ
মনে হয় কাল মেঘ
ছুটেছে পাগল হয়ে কাঁপায়ে দুকূলে ;
দুষ্টানারী সম যেন মিশিতে সাগর জলে।

৬

নাচিছে কুরঙ্গগণ
বরষে হরষ মন
শোভিছে কুরঙ্গ আঁখি কুবলয় প্রায়,
নদী তীরে বনভূমি কত শোভা পায় ;
গৰ্জ্জিতেছে মেঘমালা
খেলিছে চপলাবালা
আঁধারে আবৃত করি বরষা রজনী
কাঁপাইছে নভঃতল অশনির ধ্বনি,
গাঢ় অন্ধকার আজ ঘেরেছে যামিনী,
তবু অভিসারে ধীরে চলেছে রমণী ;
শুধু চপলা আলোকে
ধীরে ধীরে পথ দেখে

নাহি মানে বারি ধারা অশনি গর্জ্জন—
অনুরাগে মত্ত অভিসারিকার মন।

৭

শুনি মেঘের গর্জ্জন
হেরি দামিনী স্ফুরণ
চমকিত স্বামী পার্শ্বে ভীতা নারীগণ,
শয্যায় পতিরে ভয়ে করে আলিঙ্গন ;
একাকী শয্যায় পড়ি
কাঁদে শুধু সেই নারী—
পতি যার প্রবাসেতে করেছে গমন ;
নেত্রজলে সিক্ত করি অধর মোহন।

৮

নূতন কলুষ জল
হেরি আজ ভেকদল
সভয়ে চকিত হয়ে সর্পের মতন,
লম্ফ দিয়া নিম্ন-জলে করে পলায়ণ ;
গুঞ্জরিয়া অলিকুল
ত্যজিয়া সব ফুল্ল ফুল,—
ভাবি নব নীলোৎপল
শিখিনীর পুচ্ছদল,
বিকচ নলিনী ভ্রমে সরসীর ক্রোড়ে—
মধু আশে আজি শিখিনি পশ্চাতে ফিরে ;
গর্জ্জিছে জীমূতদল
মত্ততায় করিদল

ছিন্ন করি পদভারে কমলের বন
বৃংহন রবে করে অরণ্য কম্পন ;
প্রফুল্ল উৎপল প্রায়
শোভিতেছে গণ্ডদ্বয়
বাহিরিছে মদ বারি কার কুলকুল ;
ভ্রমিতেছে পার্শ্বে তার ভ্রমর চটুল।

৯

জলভারে অবনত
মেঘমালে আবরিত
হইয়াছে হের আজি পর্ব্বত শিখর,
সলিলে মুখর আজি শৈলের নির্ঝর ;
স্পর্শি কাল মেঘ গায়
শীতল মলয় বায়
কাঁপাইছে নীপসর্জ্জ কদম্ব কেতকী ;
হরিছে ফুলের গন্ধ পবন একাকী।

১০

ইন্দ্র ধনু বিভূষিত
জল ভারে অবনত
পরিয়া চপলা মালা জীমূতের দল
হরিছে প্রবাসী মন করিয়া বিহ্বল ;
হয়ে যথা বিলাসিনী
রত্ন ভূষিত কামিনী
পরি মণি কাঞ্চি আর রতন কুণ্ডল ;
প্রবাসে প্রবাসী মন করিয়া চঞ্চল।

১১

কদম্ব কেতকী তুলি

ফুল্লফুলে ভরি ডালি

নব কেশরের সাথে গাঁথিয়া মালিকা,

আনন্দে পরিতে গলে নবীনা মালিকা ;

অর্জ্জুন ফুলমঞ্জরী

দিতে কর্ণ কেশপরি

রচিছে কর্ণভূষণ আজি বিলাসিনী ;

হরষে উৎফুল্ল হয়ে যতেক রমণী ॥

১২

ইন্দ্রধনু বিভূষিত

জলভারে অবনত

নীলোৎপল কান্তি যত জল ধর দল

পথিক বধুর মন করিছে চঞ্চল ;

নব সলিল সেচনে

ফুটেছে কুসুম বনে

কদম্ব কুসুম কত শোভে চারি ধারে

রোমাঞ্চিত বনভূমি আনন্দের ভরে ;

সখীর পরশ ঘায়

বৃক্ষ পত্র শিহরায়

মনে হয় বন ভূমি পুলকে বিবশে

নাচিতেছে তালে তালে আজি এ হরষে ;

ফুটেছে কেতকী ফুল

ভ্রমে তায় অলিকুল

মনে হয় বনদেশ হাসিছে হরষে

প্রবাস হইতে স্বামী ফিরিয়াছে দেশে ॥

১৩

ফুটিয়াছে বনফুল

নীপ যুথিকা মুকল,

মালতি কেতকী কত কদম্ব বকুল,

আজি এ বরষে ভূমি শোভায় অতুল ;

বনভূমি শোভা পায়

যেন কর্মনারী প্রায়

নানা ফুলে সুশোভিত শ্যামল লতায়,

হাসিতেছে বনভূমি অতুল শোভায় ;

প্রবাস হইতে ফিরি

প্রিয়ারে যতন করি

সাজায় কুসুম জালে পতি যথা তার

সাজায় জলদ কাল বন ভূমি তার ॥

শরৎ কালে।

১

কাশের বসন পরি
অপরূপ রূপ ধরি
নেমে আসে ধীরি ধীরি শরৎ নবীনা,
পায় পায় নেমে আসে
মরালের কলভাষে
নূপুরের ধ্বনি তুলি অনন্ত যৌবনা ;
ব্রীহি পক্ক রাশি রাশি
শোভা করি দশদিশি
শোভে তার কায়ারূপে লাবণ্য বিকাশি,
পবন মাতিয়া ফেরে
ঘিরে তারে চারিধারে,
পরশিয়া অঙ্গ তার
চুমি তারে বার বার
চমকি পালায় দ্রুত সরমেতে হাসি ॥

২

চঞ্চল নদীর জল
শোভে তায় হংসদল
তটিনীর গলে দোলে কুমদ মালিকা

শফরীকুল রসনা
সদা সোহাগে মগনা
বিশাল সিকতা ভূমি নিতম্ব শোভিতা
পরি তায় মুক্তা ফল মেখলা ভূষিতা
বহে নদী কুল কুল নবোঢ়া বালিকা ॥

৩

যমুনার নীলজলে
শোভে যথা দলে দলে
শ্বেত শঙ্খ সম যথা মৃণাল নিচয়,
নীল আকাশের গায়
ভাসিয়া সমীর ধায়
দিশা হীন লক্ষ হারা
জলহীন লঘু পারা
মেঘমালা ধীরে ধীরে ভাসিয়া বেড়ায়,
শোভিছে বিমান যেন নৃপতির প্রায়
বীযমান মেঘমালে চামর ঢুলায় ॥

৪

বন্দুক পুষ্প লোহিতা
ধরা কমল শোভিতা
আকর্ষিছে যুবকের উৎকণ্ঠ হৃদয়,
শাখাগ্র কাঁপায়ে ধীরে
ফুলগন্ধে হৃদিভরে
চুম্বি যেন সমীরণ কতই খেলায়,

মাতল ভ্রমর উড়ে
বসিতেছে ফিরে ফিরে
কোবিদায় মধু আশে হইয়া ব্যাকুল
ফুলে ফুলে ঢলে পড়ে ভ্রমর চটুল ॥

৫

জোছনায় অঙ্গ ঘেরি
তারকার মালা পরি
সরাইয়া ধীরি ধীরি মেঘের গুণ্ঠন,
চন্দ্রমুখী নিশি হাসি
আলো করি দশদিশি
বৃদ্ধি পায় ধীরে ধীরে প্রমদা যেমন ॥

৬

নয়নে আনন্দ জাগে
হৃদয় স্বপন মাগে
হেরিয়া চন্দ্রমা গলে কিরণ মালিকা,
শারদ চন্দ্রিমা হেরি
চাতক বেড়ায় ফিরি
নিরমল নীলাকাশ চন্দ্রের জালিকা ;
পতির বিয়োগ বানে
আহত নারীর মনে
জাগাইছে ব্যথা শত সোনার চাঁদিমা
জাগিছে হৃদয়ে তার পতির মহিমা

৭

ফুলভারে অবনত
বায়ু ঘায় বিকম্পিত
'শোভিছে সোনার ক্ষেতে ধান্য-লতা জাল,

কুরু-বক কুসুমিত
বায়ু তায় সুরভিত,
ইন্দ্র ধনু শূন্য আজি গগনের ভাল ;
মত্ত মরাল শোভিত
ফুল্ল কমল ভূষিত
প্রভাত সমীর তরঙ্গিত সব জল।
বলাকার পক্ষবায়
কাঁপাইয়া নাহি যায়
আকাশ পতাকা ধীরে করিয়া উজ্জ্বল
কেকা রব নাই করে শিখিনীর দল ॥

৮

কামদেব হেলে দুলে
ত্যজিয়া ময়ূর কুলে
নিরানন্দ শরতের আগম সম্ভসে,
ধীরে ধীরে পায় পায়
আনন্দে মাতায়ে যায়
হংসীদল মাঝে খোঁজে আপন আশ্রয়,
মধুর গায়ক তারে ভাবিয়া নিশ্চয় :
উন্মত্ত মরাল আজি আনন্দ বিবশে।

৯

কুসুম আগম শোভা
প্রকৃতির মনোলোভা
কদম্ব কুটজ ছাড়ি
নীপ ত্যজি ধীরি ধীরি
সপ্ত ছদ বৃক্ষে খোঁজে আপন আশ্রয়

শারদী সেফালি কলি
উঠে ফুটি ঢলি ঢলি
দূরপ্রান্তে মৃগী আঁখি উৎপল শোভায়।

১০

শ্যামলতা কুসুমিতা
অলঙ্কৃতা বাহুগতা
পড়িতেছে নুয়ে নুয়ে সমীর হিল্লোলে।
অশোক পুষ্প শোভিতা
নব মালিকা কম্পিতা,
বিম্বাধর বিভূষিত
নির্ম্মল সুহাস মত
ঝরিছে চন্দ্রিমা যত বদ্ধ নভ কোলে।

১১

শারদী নলিনী যত
ভানু হেরি বিকসিত
যুবতী বদন ভাতি করেছে ধারণ,
নিশানাথ অস্তমিত
ভর্তৃকা প্রোষিতা মত—
শোভিছে কুমুদবালা
ধরি যেন কত ছলা,
ম্লান মুখে শোভে যথা নারীর বদন॥

হেমন্ত।

আসিয়াছে হেমন্ত সময়

শোভে শস্য নূতন শোভায়,

লোধ্র বৃক্ষ কুসুমিত

বায়ু তায় সুরভিত,

মাঠে মাঠে পাকা ধান হরিৎ শোভায়;

বিকচ নলিনী সবে সলিলেতে ভায়।

হিম ক্ষরে ঝরি ঝরি

জগতে আচ্ছন্ন করি,

মলয় শীতল হয়ে শিহরি পলায়

কুলায় বিহগ কুল নীরবেতে রয়;

ছেড়েছে প্রমদাগণ

মণিকাঞ্চী আভরণ,

সূক্ষ্মবস্ত্র নাহি পরে হেমন্ত সময়

শিশিরে আচ্ছন্ন সব বৃক্ষলতাচয়;

পল্লীপ্রান্ত শোভা পায়

পাকা ধান কত তায়,

নিশির শিশির কণা মাখি সর্ব্ব গায়

নাচিয়া হরিণীবৃন্দ আনন্দে বেড়ায়,

ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী চারি ধারে

ভ্রমে সবে উড়ে উড়ে

হরষে নিনাদ করে হেমন্ত সময়,
হয় তায় প্রমোদিত মানব হৃদয় ;
নীলোৎপল সুশোভিত
মত্ত কাদম্ব ভূষিত
নির্ম্মল শীতল জলে শোভিছে সরসী,
ভ্রম হয় নহে জল শোভিছে আরসী ;
তুষার শীতল বায়
হিমস্পর্শে শিহরয়।
কাঁপিছে প্রিয়ঙ্গুলতা সমীরের ঘায়,
পক্ক হয়ে পাণ্ডু বর্ণে কত শোভা পায় ;
যেন বিলাসিনী নারী
রহে বিরহে গুমারী
পতির বিরহে বুঝি পাণ্ডুবর্ণ হয়,
পাণ্ডুবর্ণ ধান্য যথা হেমন্ত সময় ॥

শিশির বর্ণন।

ঝরিছে শিশির কণা
আবরিয়া দিগাঙ্গনা,
ইক্ষুদণ্ড ধান্য আর করেছে আরম্ভ
পল্লী ক্ষেত্র সব ব্যাপিয়া দিগন্ত,
মন সুখে ক্রৌঞ্চ ডাকে
রব নাই ভৃঙ্গ মুখে,
জাগিছে ভোগের তৃষ্ণা মানব হৃদয়ে,
প্রফুল্ল প্রমদা সবে শিশির সময়ে ;

নিরুদ্ধ গবাক্ষ দ্বার
রবির কিরণ আর
সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান শীতের সময়
জাগায় মানব হৃদে সুখ সমুচয় ;

চাঁদের ময়ূখ মালা
শুভ্র রজতের ডালা,
শীতল শিশির স্পর্শে শীতল মলয়
সুখী নাহি করে আর মানব হৃদয় :

তারকা শোভিতা নিশি
হিমাচ্ছন্ন দশ দিশি,

শীতল মলয় বায়
ভাল নাহি লাগে হায়
আকুল ব্যাকুল করে বিরহী হৃদয়,
প্রবাসে প্রবাসী মন সন্তাপিত হয়॥

বসন্ত।

১

আসিল বসন্ত বীর
পায় পায় ধীর ধীর
আম্র মুকুলের বাণ করিয়া ধারণ,
বিদারিতে আজি হায় বিলাসির মন ;
ফুটেছে কুসুমরাশি
শোভা করি দশদিশি,
ফুটেছে নলিনী কত সরসী সলিলে
সৌরভে আকুল বায় ছোটে ঢুলে ঢুলে ;
দিবসে ফুলের মেলা
সুন্দর সাঁঝের বেলা
মথিছে ভোগের তৃষ্ণা মানব হৃদয়
হের প্রিয়ে বসন্তের শোভা সমুদয়।

২

সরসী সলিলজালে
বেঁধেছে কুমুদদলে
শোভিছে গগণভালে চাঁদের কিরণ,
কুসুমে আনত আজি তরুলতাগণ ;
বসন্তের ফুলবাণে
আকুল কোকিলগণে

চ্যূতবৃক্ষ শাখে বসি মাতায় ভুবন;
রমণী হৃদয় মন করি বিদারণ—
রমণীর কর্ণমূল
নব কর্ণিকার ফুল
অশোক কুসুম যত অলোকা শোভন
নব মল্লিকার শোভা করেছে ধারণ ॥

৩

ভ্রমর ভ্রমরী সনে
মত্ত হয়ে মধুপানে
তুষিতে প্রিয়ায় তার করিছে গুঞ্জন,
কোকিল কোকিলা সনে করিছে কূজন ;
কোকিলের কুহুস্বরে
হের আজি গেছে ভরে
এ সুন্দর বসন্তের বাসর ভবন,
চ্যূত মুকুলের গন্ধে আকুল পবন,
নব কিশলয় ভরে
চ্যূত শাখা নুয়ে পড়ে,
নূতন পল্লব শোভে তরুরে ছাইয়া
লোহিত কুসুম যেন রয়েছে ফুটিয়া :
নব কুসুমের মালা
পরেছে মাধবী-বালা
সেজেছে ব্রততীরাণী বসন্ত বাসরে
তুষিতে হৃদয় তার উন্মত্ত ভ্রমরে
করিতেছে প্রেমগান
ভাঙ্গিবারে অভিমান—

নতমুখি মানভরে রয়েছে চাহিয়া,
চুম্বিয়া ভ্রমর তাই পলায় হাসিয়া ;
হেরি মাধবীর দশা
ভ্রমরের ভালবাসা
হাসিল অশোক লালেলাল চারিধার
হেরি সব, ফেলে শ্বাস প্রিয় বিরহের
যুবতী রমণী সবে,
উন্মত্ত পবন তবে
সযতনে বুকে করে তুলে লয় তারে
কেহ না জানিতে পারে আনন্দ বাসরে ;
নব নব উদ্গত
কুরুবক পল্লবিত
আজি সেই শোভা তার করি দরশন
মথিত হতেছে যুবা অতি সযতন,
ভাবিছে যুবক তবে
নূতন মঞ্জরী সবে
প্রিয়ামুখ কান্তি তার করেছে হরণ
জাগিতেছে হৃদে তার নব আলোড়ন ;
মৃদু মৃদু বায়ু খায়
কাঁপিছে বিটপি হায়
লোহিত কুসুম সব রয়েছে ফুটিয়া
প্রজ্জ্বলিত বহ্নিসম পলাসে ছাইয়া,
লালফুল বিভূষিতা
পলাশ বন বেষ্টিতা
শোভিছে বসন্ত রাণী বনবধূ প্রায়,—

শুকপক্ষী চঞ্চুসম
ফুটিয়াছে মনোরম
কিংশুক কুসুম আর কর্ণিকা নিচয়,
দগ্ধ কিগো নহে তায় যুবতী হৃদয়—
তরুশাখে বসি তবে
কেন পিক কুহু রবে
চায় পুনঃ বিঁধিবারে বিদগ্ধ হৃদয়,
ফুলে ফুলে ঢলে পড়ে ভ্রমর নিচয় ;
মৃদু মৃদু বহে যায়
বসন্ত মলয় বায়
কাঁপাইয়া চ্যুতশাখী কিশলয় ভরা
কোকিলের কুহুরবে মুগ্ধ আজি ধরা ;
নারীর সুহাস মত
কুন্দফুলে সুশোভিত
মনোহর উপবন নগর সীমায়
টলাইছে আজি হায় মুনির হৃদয়
শৈলপরি সুশোভিত
দ্রুমদল কুসুমিত,
প্রমুদিত পিকরবে সানুদেশ ভরা
উচ্চ শিলাতল বিমুগ্ধ শৈলেয় ঘেরা—
করি সব দরশন
ক্ষুব্ধ সব নারীগণ,
কাঁদিছে পথিক বধূ পতি অদর্শনে
বিদ্রূপিছে তারে চ্যুতশাখে পিকগণে ;

বসন্তের সহোচর
কামদেব মনোহর
প্রমত্ত মলয় গজে করি আরোহণ,
কিংশুক কুসুম ধনু করিয়া ধারণ,
বন্দীয়া কোকিলে যত
রণজয়ী বীর মত
আসিছেন সগৌরবে অতিথি ধরার,
চন্দ্ররূপ শ্বেতছত্র মস্তকে তাহার ;
আজি এই শুভদিনে
হৃষ্ট নরনারীগণে
অর্ঘ লয়ে অপেক্ষিছে আজিকে দুয়ারে
এস হে বসন্ত আজি লইয়া সবারে ॥

সমাপ্ত

রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

৬৬।১ নং সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচিপত্র

শুদ্ধিপত্র।

নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমি স্বয়ং 'ধূলি-কণা'র প্রুফ দেখিতে পারি নাই। এ জন্য অনেকস্থলে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভব। নিম্নে কতকগুলি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলাম; পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইলে অনুগৃহীত হইব।

অশুদ্ধ।		শুদ্ধ।		পংক্তি	পৃষ্ঠা।
সোহাগিন	...	সোহাগিনী	...	৫	১
আমার	...	আমায়	...	১৩	৩
হৃদয়	...	এ হৃদয়।	...	৫	৬
ক্লেশে	...	ক্লেশ।	...	৭	৭
কর	...	কোর	...	৪	৯
ধারের	...	ধারে	...	১০	১৩
সমারে	...	সমীর।	...	২৫	২০
ধারা	...	ধরা।	...	৫	২২
নন্দনের	...	নন্দনেরে	...	৭	২২
চল	...	চলে	...	১৩	২৫
কাহার	...	কাহারে	...	৬	২৮
ভুলিনু	...	ভুলিনু।	...	১৩	২৮
গিয়াছেন	...	গিয়াছিলে	...	৭	৩১
সাহারায়	...	সাহারার	...	১	৩৮
যাই যাই	...	চাই চাই	...	১৬	৩৮
নাহি	...	নাহিক	...	১৫	১৪

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পংক্তি	পৃষ্ঠা
সুধা	সুরা।	১০	৪৪
দাঁড়াইয়া	দাঁড়ায়ে	২০	৪৫
রম	সম	১১	৪৬
ধার	রবে।	৮	৪৮
আসে	আস	৫	৫৯
মনেলাভা	মনোলোভা।	১৭	৬৫
জীবন :	জীবনা।	৮	৬৬
আসে	আসি।	১৬	৬৭
একই	এক।	৯	৭২
ঐ	ওই।	৫	৭৪
কুটীরে	কুটীর	২	৮৫
শ্যামল	শ্যামলা	৭	৮৫
যাবে	যবে	১৩	৮৫
তটিনিব	তটিনীর	১	৮৬
তটিনি	তটিনী	৯	৮৬
নিরবে	নীরবে।	১০	৮৬
মালিকার	মালিকায়।	৮	৮৯
নব	নর	১৬	৮৯
সকলই	সকলে	১	৯০
ঘুমাইল	ঘুমাইলে	৮	৯০
ক্রোঞ্চীচথে	ক্রৌঞ্চিচথে	১৭	৯৩
প্রমাদ	প্রসাদ	১	৯৪
রাখগো	রাখগে।	৯	৯৬
ছুটে যাও	ছুটে চলে যাও	১০	৯৬
ফুলহার	ফুলহারে।	১২	৯৬
এমনিরে	এখনি রে।	১৭	৯৬
বজাচ্চ	বাজাইছে।	১১	৯৮

অশুদ্ধ।		শুদ্ধ।		পংক্তি	পৃষ্ঠা
জলে	...	জালে।	...	১৭	১০১
নয়নে ধারে	...	নয়ন পরে	...	৮	১০২
বাণা	...	রাণী	...	১১	১০৩
নয়ম	...	নয়ন	...	২	১০৭
বহে	...	রহে	...	১০	১০৭
বুঝেছে	...	বুঝেছি	...	১৫	১০৯
টরাধরি	...	ধরাধরি	...	৯	১১১
তরুলতলায়	...	তরুর তলায়।	...	১৬	১১১
ভরি	...	(ভরি)	...	৭	১১২
বসিল	...	বসি	...	৯	১১২
পটল	...	পাটল	...	৪	১১৭
তরে	...	করে	...	১৫	১১৭
নিরক্ষণ	...	নিরীক্ষণ	...	৬	১১৮
সৌন্দর্য্য	...	সৌন্দর্য্যে	...	৭	১১৮
সম যেন	...	সম	...	১০	১২৫
ত্যজিয়া	...	ত্যজি।	...	১৭	১২৬
পরিতে	...	পরিছে	...	৪	১২৮
সথীর	...	সমীর।	...	১৭	১২৮
পুলকে	...	পুলক	...	১৯	১২৮
চমকিত	...	চমকিতা	...	৫	১২৯
সব	...	শর	...	৬	১৩৩
গুমারী	...	গুমরি	...	১২	১৩৬
সূক্ষ্ম	...	স্থূল	...	১১	১৩৭

ভূমিকা।

ভূমিকা।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

বিনয়—কবির আভরণ। মহাকবি কালিদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য "রঘুবংশে"র সূচনায় লিখিয়াছেন,—

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

যাঁহারা প্রতিভার বরপুত্র, শ্রীভগবানের অনুকম্পায় জীবন-সংগ্রামে যাঁহারা সদাই জয়যুক্ত, যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত এবং কর্ম্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত,—এই প্রকার বিনয় প্রকাশ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন পাণ্ডব-বীর অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"সখা! তুমি নরশ্রেষ্ঠ, শূরশ্রেষ্ঠ; তুমি একাধারে রণ-বীর কর্ম্ম-বীর, ধর্ম্ম-বীর; তুমি প্রতিভার বরপুত্র, অসাধারণ মনীষী; তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন নর—নরলোকে আর দ্বিতীয় নাই।"

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এরূপ আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুন সবিস্ময়ে বলেন,—"সখা! ইহা কি সম্ভব?"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলেন,—"সখা! নিখিল সংসার পরিভ্রমণ করিয়া তুমি তোমার তুল্য আর একজনকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত কর—ইহাই আমার অনুরোধ।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-বচনে সমতুল্য কর্ম্মার অনুসন্ধানে অর্জ্জুন দিকভ্রমণে বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া—সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া—অর্জ্জুন সর্ব্বাংশে আপনার সমতুল্য ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন;—কিন্তু গর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া নহে—বিনয়ে মস্তক নত করিয়া। অর্জ্জুন যখন—কোথায়ও আপনার সমতুল্য ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন না---তখন তিনি স্বীয় উত্তরীয় বক্ষে গোময় বাঁধিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অবনত-মুখে বিনীতভাবে বলিলেন,—"প্রভু! আমি আপনার প্রশংসার যোগ্য নহি—আমি অতি অধম, অতি তুচ্ছ,—আমি এই গো-পুরিষের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর!"—শ্রীভগবান্ যাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন—আপনাকে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ জানিয়াও ভগবান্ সমক্ষে সেই নরশ্রেষ্ঠ শূরশ্রেষ্ঠ ভক্তবীর অর্জ্জুনের এই বিনয়-নম্র উক্তি।

আমার আলোচ্য এই 'ধুলি-কনা'র প্রতিভা-শালী কবিও মহাজনের অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি উচ্চ শিক্ষিত, আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবিত, একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র, একটী সুবৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সওদাগরী কার্য্যালয়ের কর্ণধার; সেলি, টেনিসন, মিলটন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত কবিগণের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী-প্রসূত কাব্য-কলার সহিত ইনি পরিচিত—প্রতীচ্য সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ভাব সম্পদের অধিকারী; আবার পক্ষান্তরে বিধিদত্ত কাব্য-কলার বিকাশে ইনি সিদ্ধহস্ত। এরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন লোকের পক্ষে কবিতা রচনা 'আকাশ-কুসুম' চয়নের ন্যায় উপহাসের বিষয় নহে। তত্রাচ বিনয়ী কবি—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কাব্য-সাগর মন্থন করিয়া—সযত্নে মুক্তাকণা সংগ্রহ করিয়া—'অতি অনুপম' মালা গাঁথিয়া—"ধুলি-কণা" বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন।

পিতা মাতা অনেক স্থলেই—'গুয়ে—গোবরা' বলিয়া সন্তানের নামকরণ করিয়া থাকেন;—কিন্তু সেই 'গুয়ে গোবরা'র যশঃ-সৌরভে যদি

বিষয় আবোধিত হয়, তাহা হইলে তখন পিতামাতা সুপুত্রের কল্যাণে ধন্য হন—আনন্দে অভিভূত হন, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই নামের নিকৃষ্টতা ভুলিয়া সেই কৃতিপুত্রের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। ইহা স্বাভাবিক। ধূলি-কণা'র কবির পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য।

এক শ্রেণীর পাখী আছে, তাহারা সর্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া দূর আকাশে উড়িয়া যায় এবং সেই স্থান হইতে অঙ্গের ধূলাগুলি স্বর্ণরেণু করিয়া ভূতলে বর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা আশা করি বীরেন্দ্রবাবুর 'ধূলি-কণা' —যদিও নামে অকিঞ্চিৎকর—তত্রাচ ইহা বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্ণরেণু বর্ষণ করিবে!

কাব্যপ্রিয় সুধী-সমাজ 'ধূলি-কণা'র সহিত পরিচিত হইলে ইহার রচয়িতার কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। প্রতীচ্য-জগতের স্বনামধন্য কবিবৃন্দ এবং প্রাচ্য জগতের ভাষ, কালিদাস প্রমুখ স্বভাব কবিগণের কাব্যসমূহ যে 'ধূলি-কণা'র রচয়িতা প্রগাঢ় অধ্যয়নদ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন—'ধূলি-কণা' পাঠ করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

শ্রীভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, 'ধূলি-কণা'র কবি—বীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা সফল হউক, উন্নত হউক, পরিপুষ্ট হউক; তাঁহার কাব্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আনন্দ বিতরণ করুক।

ধূলি-কণা।

(কাব্য)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত।

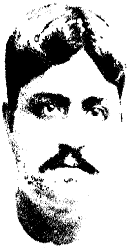
প্রথম সংস্করণ।

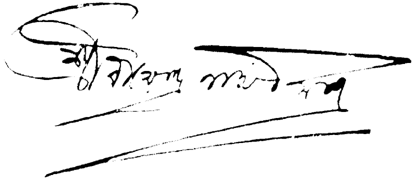
কলিকাতা।

সন ১৩২০ সাল।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by Babu Krishna Chandra Ghosh.
Ramkrishna Printing works 66/1 Sikdar Bagan Street,
Calcutta.





ইহ সংসারে

যিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা

যাঁহার স্নেহ-বারি-বর্ষণে—

আমার জীবন-তরু

পল্লবিত—পরিপুষ্ট—সঞ্জীবিত।

যাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত

দীক্ষায় দীক্ষিত

প্রতিভায়—অনুপ্রাণিত হইয়া

আমার কর্ম্ম-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত

আমার সেই

সর্ব্বগুণময়—চিরস্নেহময়

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

পিতৃ দেবতার পদপ্রান্তে

"ধূলি-কণা"

সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

নিবেদন।

বাল্যাবস্থায় যখন স্কুলে অধ্যয়ন করি, তখন হইতেই কবিতা লিখিবার ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হয়। সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আমি এই কবিতা-গুলি রচনা করি—কবিতাগুলি লিখিয়া আপনার মনে আপনি আবৃত্তি করিতাম—কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাহিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। কয়েকটি বন্ধুর দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া এইগুলি মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, ভালমন্দ কিছুই জানি না—তবে সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণের মধ্যে যদি একজনও ইহা পাঠে পরিতুষ্ট হন, তাহা হইলেই পরিতৃপ্ত হইব। এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই জন্মভূমি, জাহ্নবী, নাট্যমন্দির প্রভৃতি মাসিকপত্রে মুদ্রিত হয়। মহাকবি কালিদাসের ঋতুবর্ণনার ভাবানুসারে ষড়-ঋতুর বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সফল হইয়াছি কিনা বলিতে পারি না। আমার বন্ধুবর শ্রীমান নরেন্দ্র দেব ও বাবু হরিদাস দাস এই পুস্তক বিষয়ে আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আমার বন্ধুবর সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও-প্রণেতা শ্রীমান্ মণিলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করায় ও স্বনামধন্য বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া আমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণে কতকগুলি ভ্রম হইয়াছে, তাহাতে মুদ্রাকারের কোন দোষ নাই। অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রযুক্ত ও সময়ের অল্পতা নিবন্ধন আমি ভাল করিয়া প্রুফ দেখিতে পারি নাই। ইতি—

গ্রন্থকার